শিগগিরই আল আকসা মুসলিমদের হাতে যাবে: আয়াতুল্লাহ খামেনি

সারে-জমিন

রামনবমীর ভক্তদের তৃষ্ণা মেটালেন রাজা শেখ

রূপসী বাংলা

ভারতে নির্বাচন, নাকি আলাদিনের অলিম্পিক জয়

সম্পাদকীয়

আল্লাহ যেমন দান কবুল করেন না

দাওয়াত

বাটলারের অবিশ্বাস্য সেঞ্চুরিতে ম্লান নারাইন, রাজস্থানের রেকর্ড জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৮ এপ্রিল, ২০২৪
৫ বৈশাখ ১৪৩১
৮ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 105 ■ Daily APONZONE ■ 18 April 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

তৃণমূলের ইস্তেহারে সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি

আপনজন ডেস্ক: বুধবার তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে, যেখানে একাধিক সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ এবং কেন্দ্রে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে সিএএ প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দলের সদর দফতরে ইস্তেহার প্রকাশ করেন অমিত মিত্র, ডেরেকও ব্রায়েন ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।
তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, পরবর্তী সরকার গঠনের সময় ইন্ডিয়া ব্লকের অঙ্গ হিসাবে আমরা এই প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করব। তিনি বলেন, আমরা প্রাইস স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড গঠনের মাধ্যমে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বাতিল করার এবং দেশে এনআরসি অনুশীলন বন্ধ করারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
বাড়ি বাড়ি রেশন ও বিপিএল পরিবারগুলির জন্য ১০টি রান্নার সিলিন্ডার বিনামূল্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে দল। বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে মতবিরোধের জেরে জানুয়ারিতে ইন্ডিয়া জোট থেকে বেরিয়ে যায় তৃণমূল। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দল জানিয়েছে, জাতীয় স্তরে তারা এখনও ইন্ডিয়া জোটের অংশ।
তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারটি মোট ১০৪ পাতার। ইস্তেহারের প্রথম পাতায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ স্লোগান রাখা হয়েছে, 'জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন, তৃণমূল করবে অধিকার অর্জন।'
ইস্তেহারের প্রথমেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন তুলে ধরা হয়েছে। এরপর 'দিদির শপথ' শিরোনামে ১০টি প্রধান প্রতিশ্রুতির

সারকথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই দশটি প্রতিশ্রুতি হল:
বর্ধিত আয়, শ্রমিকদের সহায়
সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের গ্যারান্টিযুক্ত কাজ প্রদান করা হবে এবং সমস্ত শ্রমিকরা দেশজুড়ে দৈনিক ৪০০ টাকা বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি পাবেন।
দেশ জুড়ে বাড়ি, হবে সবারই
দেশের সকল দরিদ্র পরিবারের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা হবে, প্রত্যেককে নিরাপদ ও পাকা বাড়ি প্রদান করা হবে।
জ্বালানির জ্বালা কমবে, দেশের জ্বালা ঘুচবে
প্রত্যেক বিপিএল পরিবারকে বছরে বিনামূল্যে ১০টি সিলিন্ডার দেওয়া হবে। যাতে তারা পরিশ্রুত রান্নার জ্বালানি পেতে পারে। এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব রন্ধন প্রক্রিয়া ব্যবহারের অভ্যাস বাড়ানো হবে।
অনেক হয়েছে শাসন, এবার দুয়ারে রেশন
প্রতিমাসে প্রত্যেক রেশন কার্ড হোল্ডারকে ৫ কেজি বিনামূল্যে রেশন (চাল, গম, শস্য) প্রদান করা হবে। রেশন প্রত্যেক সুবিধাভোগীর দোরগোড়ায় বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।
আমাদের অঙ্গীকার, নিরাপত্তা বাড়বে সবার
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যুবকদের উন্নতির স্বার্থে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের জন্য উচ্চশিক্ষা বৃত্তি বৃদ্ধি করা হবে। ভারতের ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান বার্ধক্য ভাতা বৃদ্ধি করে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা (বার্ষিক ১২,০০০ টাকা) করা হবে।
বর্ধিত আয় নিশ্চিত এবার, ফুটবে হাসি অন্নদাতার
স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, ভারতের কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের আইনত গ্যারান্টি দেওয়া হবে, যা সমস্ত ফসলের উৎপাদনের গড় খরচের চেয়ে কমপক্ষে ৫০% বেশি ধার্য করা হবে।
স্বল্পমূল্যে পেট্রোপণ্য, ভারতবর্ষে সকলে ধন্য
পেট্রল, ডিজেল এবং এলপিজি সিলিন্ডারের দাম সাশ্রয়ী মূল্যে সীমাবদ্ধ করা হবে। দামের ওঠানামা পরিচালনা করার জন্য একটি 'প্রাইজ স্টেবিলাইজেশন ফান্ড' তৈরি করা হবে।
নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ অর্জন, যুবশক্তির গর্জন
২৫ বছর পর্যন্ত সকল স্নাতক এবং ডিপ্লোমা হোল্ডারকে তাঁদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে ১ বছরের শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শিক্ষানবিশদের অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের সহায়তা করার জন্য একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হবে।
স্বচ্ছ আইন, স্বাধীন ভারত
ধোঁয়াশাযুক্ত সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ) বিলুপ্ত করা হবে এবং ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স (এনআরসি) বন্ধ করা হবে। ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) ভারত জুড়ে প্রয়োগ করা হবে না।
এগিয়ে বাংলা, এগোবে ভারত
বাংলার কন্যাশ্রী প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৩-১৮ বছর বয়সি মেয়েদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ১,০০০ টাকা এবং এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমস্ত মহিলাকে মাসিক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য বীমাটির বদলে একটি উন্নততর স্বাস্থ্য সাথী বীমা চালু করা হবে। যা ১০ লক্ষ টাকার বীমার সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়া প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গ ছাড়াও সংখ্যালঘুদের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন।
উল্লেখ্য, ২০০৬ তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রাক্তন বিচারপতি রাজেন্দ্র স্চারের নেতৃত্বাধীন সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্টে দীর্ঘ বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের দুর্দশার চিত্র ফুটে ওঠে। এর পর ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই দাবির সপক্ষে ওবিসি-এ সংরক্ষণ চালু করে রাজ্য সরকার। এরপর বিভিন্ন সময় রাজ্যের সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের সিংহভাগ করা হয়েছে বলে তৃণমূল সরকার দাবি করে। তার এক দশক পর ফের সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল এবারের তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি তৃণমূল সরকারের আমলে সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি? যদিও ইস্তেহারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার আবেদনে বলেছেন, যদি আমরা (INDIA) কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসি, আমরা সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী (হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ, ইত্যাদি), তপশিলি জাতি (রাজবংশী, নমশূদ্র, বাগদি, ইত্যাদি), তপশিলি উপজাতি (সাঁওতাল, ওরাওঁ, ভুটিয়া, ইত্যাদি)-দের স্বীকৃতি নিশ্চিত করে ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য বজায় রাখব। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সাধারণ শ্রেণি, প্রান্তিক এবং ভাষাগত সম্প্রদায়গুলি দেশজুড়ে সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে সহাবস্থান করে। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে 'বহিরাগতদের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই যারা আমাদের শান্তি ও সম্প্রীতিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

প্রথম নজর

মডেল কোড ভঙ্গ হওয়ায় রাজ্যপালকে কোচবিহারে না যেতে পরামর্শ কমিশনের

আপনজন ডেস্ক: লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে কোচবিহার সফর বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ১৯ এপ্রিল কোচবিহারে ভোটগ্রহণ এবং প্রচারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ৪৮ ঘণ্টার নীরবতা পালন করার কতা বুধবার সন্ধ্যায় জানায় নির্বাচন কমিশন।
সূত্রের খবর, আগামী ১৮ ও ১৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বসুর কোচবিহার সফরের কথা জানতে পেরে নির্বাচন কমিশন (ইসি) প্রস্তাবিত সফর নাও হতে পারে বলে জানিয়েছে।
আদর্শ আচরণবিধি (এমসিসি) অনুসারে, রাজ্যপালের জারি করা কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত কোনও স্থানীয় কর্মসূচির আয়োজন করা যাবে না, রাজ্যপালের দফতরকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছে কমিশন।
১৮ ও ১৯ এপ্রিল পুরো জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত থাকবে বলেও কমিশন উল্লেখ করেছে।
সূত্রের খবর, ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোচবিহারের 'সাইলেন্স পিরিয়ড' ১৭ এপ্রিল সন্ধে ৬টা থেকে শুরু হয়।

বিজেপি বাঙালি হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ঘটাচ্ছে: মমতা

ইয়াহিয়া বড়ভুঁইয়া ● শিলচর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার দাবি করেছেন, এবারের সাধারণ নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে অন্ধকার নির্বাচন এবং নরেন্দ্র মোদি আবারও প্রধানমন্ত্রী হলে আর কোনো নির্বাচন হবে না।

অসম

অসমের শিলচরে লোকসভা ভোটের আগে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সব এজেন্সি এক দলের হয়ে কাজ করছে, দেখে মনে হচ্ছে তাদের মনোভাব বিজেপি এবং বিজেপির প্রতি। পশ্চিমবঙ্গে আমরা একাই লড়ছি, সেখানে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কংগ্রেস ও বামেরা। তবে আমরা ভয় পাই না, আমরা ভারত জোটের অংশ হয়ে থাকব এবং একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেব।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অসমে এটাই মমতার প্রথম প্রচার এবং তিনি বলেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সন্তোষমোহন দেবের মৃত্যুই তাঁর অনুপস্থিতির কারণ।এ বছর অসমের ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে চারটিতে লড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং শিলচরে দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন যে এটি কেবল একটি ট্রেলার, তৃণমূল কংগ্রেস আসামের ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং যদি তারা জিততে পারে তবে তারা জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক (এনআরসি) সরিয়ে দেবে এবং অভিন্ন দেওয়ানি কোড এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) অনুমোদন করবে না। তিনি বলেন, বিজেপি আসামের বাংলাভাষী মানুষকে হিন্দু ও মুসলমানে বিভক্ত করেছে। এখানকার হিন্দু-মুসলমানরা হাত মেলালে ৭০ শতাংশ ভোট পাবে তারা। আমরা তাদের ঐক্যবদ্ধ করব। তৃণমূল কংগ্রেস এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে এবং তাকে হুমকি দেওয়ার জন্য বিজেপি আসামে তার বিরুদ্ধে ৬-৭টি মামলা দায়ের করেছে। এটা কতটা অসাংবিধানিক ছিল! আমি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদ করছিলাম এবং তারা এখানে মামলা করেছিল। আমি তখন তাদের ভয় পেতাম না এবং এখনও নয়, আমি আমার আওয়াজ তুলতেই থাকব।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দেন, তৃণমূল কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোট আসামের সন্দেহজনক ভোটার সমস্যার সমাধান করবে। মমতা অভিযোগ করে ডি ভোটার হল সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি করার জন্য বিজেপির আরেকটি হাতিয়ার। তার আরও অভিযোগ, মোদী এবং শাহ আসামে আটক শিবিরের ভয় তৈরি করেছেন ও তাদের লক্ষ্য পুরো দেশকে আটক শিবিরে পরিণত করা।

কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সর্তকতা জারি করল আবহাওয়া দফতর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা এক লাফে বাড়বে। এর মধ্যে ৮ টি জেলায় শুক্রবার থেকে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর। কয়েকটি জায়গায় শুক্রবারই রাজ্যের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রিও ছুঁয়ে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা।কলকাতা-সহ দক্ষিণের ১৫টি জেলায় বিশেষ সতর্কতা জারি করলেন আবহবিদেরা। সেই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বুধবার থেকে রাজ্যের ছ'টি জেলায় তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে। এই ৬ জেলার মধ্যে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান। শুক্রবার থেকে তাপপ্রবাহ শুরু হবে কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে। এর মধ্যে ৮ টি জেলাতে বইবে লু। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি হল পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং বীরভূমে 'সিভিয়ার হিটওয়েভ' বা অতি তীব্র তাপপ্রবাহ শুরু হবে।
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত জানান বিহস্পতিবার থেকে সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪টে'র মধ্যে যারা বাড়ির বাইরে কাজের প্রয়োজনে বার হবেন তাদের বেশ কিছু সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। সুতির জামা পরতে হবে সুলতা শার্ট জামা পরা উচিত। মাথা ঢেকে রাখতে হবে। প্রয়োজনে ছাতা বা টুপি ব্যবহার করতে হবে। অথবা পাতলা কোন কাপড় দিয়ে মাথা এবং নাক মুখ ঢেকে নিতে হবে। সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনে জল বেশি করে খেতে হবে। গ্লুকোন ডি অথবা পাতিলেবুর জল খেতে হবে। কোল ড্রিঙ্কস খাওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। রোদের মধ্যে একটানা দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।

প্রথম নজর

সুন্দরবনের মিঠা জলে সমুদ্রের নোনা জলের মাছ!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: সুন্দরবনের মিঠা জলে ঢুকছে সমুদ্রের নোনা জলের মাছ কারণ সন্ধানে বিজ্ঞানীরা। এবার সুন্দরবনের মিঠা জলে নদীর সামুদ্রিক নোনা জলের মাছের অস্তিত্ব মেলায় জীব বৈচিত্র্যে পরিবর্তনের আশংকায় পরিবেশ বিদরা। আর সেজন্য সুন্দরবনের জলজ জীববৈচিত্র্যে পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএএসআই) এর সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিস।সামুদ্রিক প্যারট, স্নাপার, গ্রুপার এবং এইটব্যান্ড বাটারফ্লাই ফিশ মিলেছে নদীতে। এগুলি গভীর সমুদ্রে পাওয়া যায়। এর আগে সুন্দরবনের নদী গুলিতে দেখা মেলেনি এই সব মাছের। এ নিয়ে জেডএএসআই এর সুন্দরবন আঞ্চলিক অফিসের জেএস যোগেশ কুমার বলেন,জলে নুনের মাত্রার নিশ্চয়ই বদল ঘটেছে। আর তা নিশ্চিত করতে নতুন করে আমাদের গবেষণা করা হচ্ছে।তবে নতুন এই গবেষণায় আর কী উঠে আসে সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি মাছ গুলি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে তাও দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, মাছগুলি এক জায়গার মাছ নয়, একাধিক মহাদেশের উপকূলে পাওয়া যায় এই মাছগুলি।তবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে বিষয়টির গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আধিকারিকরা। এই গবেষণার রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে আসল রহস্য।তবে জৈব বৈচিত্র্য এর আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

সায়রা শাহ হালিমের প্রচার

আপনজন: দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম, বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী সায়রা শাহ হালিমের সমর্থনে মঙ্গলবার ৬১ নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন প্রার্থী, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু সহ অনেকেই।
ছবি: নুরুল ইসলাম খান

রামনবমীর দিন বড় কাছারি মন্দিরে এসে পুজো অভিষেকের

আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: আগামী ১৯ শে এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যে প্রথম দফার ভোট ।আর ভোটের আগে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের প্রার্থীরা যাতে ভালো ফল করতে পারে সে কথা মাথায় রেখে রামনবমীর দিন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে বিষ্ণুপুর দু'নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বড় কাছারি মন্দিরে এসে পুজো দিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম দফার ভোটের আগে মঙ্গলবার রাজ্যের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে জনসংযোগ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দুপুর একটার সময় ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বড় কাছারি মন্দিরে এসে উপস্থিত হন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্দির পরিদর্শনের পাশাপাশি রামনবমীর পূর্ণ লগ্নে বড় কাছারি মন্দিরে পুজো দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বড় কাছারি মন্দিরে পুজো দিয়ে বাবা বড় কাছারি আশীর্বাদ নেই আমতলার সাংসদের দলীয় কার্যালয় ফিরে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমতলা সংসদের দলীয় কার্যালয় কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর এবং ভোটের রণকৌশল নির্ধারণের পর কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামনবমীর ভক্তদের জলছত্র খুলে তৃষ্ণা মেটালেন রাজা শেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রামনবমীর শোভাযাত্রায় বোলপুরে সম্প্রীতির ছবি। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের জলছত্র খুলে তৃষ্ণা মেটালো রাজা শেখ। সম্প্রীতির বিরল ছবি ধরা পরল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুন্যভূমি বোলপুরে।

বীরভূম জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পালন হয়েছে রামনবমীর। কোথাও আদালতের নির্দেশ অমান্য করেই হয়েছে অস্ত্র মিছিল। কোথাও আবার বিশৃঙ্খলা। রবি ঠাকুরের বোলপুর শান্তিনিকেতনে একটু অন্য বিরল ছবি। রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হয়েছিল নিয়ম মেনে। সেই মিছিলে অংশগ্রহণকারী রামভক্তদের জল পান করালো এক মুসলিম ভাই।

এদিন বোলপুরের রেল ময়দান থেকে রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের হয়। শান্তিনিকেতন রোড হয়ে সরকারি টুরিস্ট লজ সংলগ্ন এলাকায় জলসত্র খুলে বসেছিল রাজা শেখ। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের জল পান করিয়ে তৃষ্ণা মেটালেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিরল ছবি বোলপুরে।

মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলেন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা। তিনি এই মিছিল থেকেই নির্বাচনী প্রচার করেন।

ভোটে উত্তাপহীন পূর্ব বর্ধমান, সাধারণ মানুষের নেই হেলদোল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সামনের লোকসভা ভোট এই লোকসভা ভোটকে ঘিরে সাধারণ মানুষের একটা ব্যাপক উৎসাহ থাকতো। কিন্তু পূর্ব বর্ধমান এ মুহূর্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোট নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা দেখা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ মানুষ ভোট নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে না। চায়ের দোকানে যেখানে ভোট নিয়ে চাইপে চর্চার তুফান উঠতো কিন্তু সেখানে কেউ ভোট নিয়ে কোন আলোচনা করছেন না। একই প্রচণ্ড রোদে গরমে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। এছাড়াও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের লাগামছাড়া ভাষণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের বিলাসব্যসন জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষের দৈনদশা মানুষকে ভোট থেকে বিমুখ করেছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুটিকতক মানুষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন কিছু মানুষ ফুলে ফেপে উঠছেন। অট্টালিকার মত বাড়ি বানাচ্ছেন দামী দামী চারচাকা গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন যাদের সোর্স অফ ইনকাম নীল ।তাদের এই জীবনযাত্রা দেখে সাধারণ মানুষের ভোটের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। যদিও ভোট এতদিন ধরে হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের আস্থা হারানোর আরো একটি কারণ। শাসকদলের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও কিছু অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে যাদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ খুবই কম তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে । সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা হারিয়ে গেছে। বর্ধমান পূর্বের লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাক্তার শর্মিলা সরকার সেখানে বিজেপি প্রার্থী করেছে হরিণ ঘাটার বিধায়ক অসীম সরকারকে যে ভোট প্রচারে আসার সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনী কাটা এবং বিভিন্ন ধরনের ছড়া কেটে বিরোধী প্রার্থীকে অসম্মান করা এবং রাজনৈতিক শিষ্টাচার হারিয়ে মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করেছেন। বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ তার বিপক্ষে বিজেপির প্রার্থী গরুর দুধে সোনা পাওয়া দিলীপ ঘোষ। যিনি গোটা ভারতবর্ষের ঠোঁট কাটা এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলার এক নম্বর ব্যক্তি হিসেবে উঠে এসেছেন ।রাজনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে একে অন্যের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি, সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখছেন না । মোট কথা পূর্ব বর্ধমানে সাধারণ মানুষের ভোট নিয়ে কোন উত্তাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যেটা এর আগে কোন নির্বাচনে পঞ্চায়েত হোক বিধানসভা হোক বা লোকসভা যে উত্তাপ লক্ষ্য করা যেত সেটাই এবারে কোনভাবেই ধরা দিচ্ছে না। সাধারণ মানুষ ব্যালট বাক্সে কি করবে কেউ বুঝতে পারছে না।

বেঙ্গালুরু থেকে আসার পথে নিখোঁজ যুবক

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বেঙ্গালুরু থেকে আসার পথে নিখোঁজ যুবক।নাম সনাতন দাস(৩০)।তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়াডাঙ্গি গ্রামে।গত পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে বলে জানান পরিবারের লোকেরা। নিখোঁজ যুবকের বাবা বিনোদ দাস বলেন, ছেলে দীর্ঘ ৮বছর ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। বহরমপুরে চিকিৎসা চলছিল। দীর্ঘ এক বছর ধরে বেঙ্গালুরুতে এক বেসরকারি কোম্পানীতে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করছিল। গত ১১ এপ্রিল বেঙ্গালুরু থেকে ট্রেন ধরে ফিরছিল।এরপর থেকে ছেলের আর কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিমদিঘীতে আগুন

আপনজন: হাওড়া জেলা উলুবেড়িয়ার পার্শ্ববর্তী জায়গা নিমদিঘী সাইকেল গ্যারেজ এ আবর্জনা স্থলে আগুন লাগে। আগুন নেবাতে ফায়ার ব্রিগেড এসে পৌঁছায়।

আপনজন: কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী উত্তম বারিকের সমর্থনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়, উপস্থিত ছিলেন রাজীব ব্যানার্জী, অমিয় কান্তি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সেলিম এখন মুসলিমপ্রেমী সাজছেন, অভিযোগ তৃণমূলের আবু তাহেরের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আবু তাহের খানের উপস্থিতে রোড শো ঘোষপাড়া ও ফরিদপুর অঞ্চলে। এদিনের রোড শোর মাধ্যমে ভোট প্রচার করেন প্রার্থী আবু তাহের খান,সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মোঃ আরিফ বিল্লাহ, ব্লক নেতা জিয়াবুল সেখ,তুহিন হোসেন সহ একাধিক নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধি গণ।

এদিনের ভোট প্রচারে দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোট প্রচার শেষে প্রার্থী আবু তাহের বলেন সাধারণ মানুষের যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেলো তাতেই প্রমাণ করে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে আর তারা তৃণমূলের প্রার্থীকে জয়ী করবেন।ভোট প্রচার শেষে পথসভা অনুষ্ঠিত হয় ভাদুড়িয়াপারা বাজারে সেই সভা থেকে বাম কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিজেপি কে আক্রমন করেন বিভিন্ন ভাষায় তৃণমূল নেতৃত্বরা ।সভায় ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন বিশেষ করে ফরিদপুর অঞ্চল বামের দখলে থাকলেও এই অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস লিড করবে লোকসভা নির্বাচনে বলেও তিনি জানান।তিনি আরো বলেন বামের প্রার্থী মোঃ সেলিম মুর্শিদাবাদের জন্য কি করেছেন যে তাকে ভোট দিবেন,তাই সকলকে অনুরোধ জানান সকল ভোটাররা যেনো তাদের মূল্যবান ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কে ভোট দেন।প্রার্থী বলেন বামের প্রার্থী সেলিম কি করেছে মুসলিমের জন্য সেই কথাও এদিনের সভায় তুলে ধরেন আবু তাহের। তিনি বাম শাসনের কথা তুলে ধরে বলেন মহ সেলিম বাম সরকারের সময় তিনি সংখ্যালঘু মন্ত্রী ছিলেন কি করেছেন তখন মুসলিমদের জন্য আর এখন মুসলিম প্রেমী সাজছেন। তাই বাংলায় যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছেন তখন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলার জন্য কাজ করে চলেছেন তার উপরে মুসলিমদের জন্য ইমাম মুয়াজ্জিন ভাতা চালু করেছেন যা ৩৪বছরের বাম আমলে করতে পারেনি ।তিনি আরো বলেন মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দু পুরোহিতদের ভাতাও চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুর্শিদাবাদ নিয়ে তাহের বলেন ৩৪ বছরে একটাও মেডিক্যাল কলেজ ও ইউনিভার্সিটি করতে পারেনি ,অথচ বাংলায় ক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস আসার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিক্যাল কলেজ ও সুপার স্পেস্যালিটি হাসপাতাল বানিয়েছে ।

৩৫০ জন সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন লোকপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তেই রাজনৈতিক নেতৃত্বগন ঘর গোছানোতে ব্যতিব্যস্ত।কোথাও দলের বা নেতৃত্বের প্রতি অভিমান,চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি কারণে দূরে সরে থাকা কর্মীদের ঘরে ফিরিয়ে আনা। সাথে সাথে অন্য রাজনৈতিক দল থেকেও লোকজনকে নিজেদের দলে টেনে সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে ময়দানে অবতীর্ণ।লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসছে তাই কাঠফাটা রৌদ্রের দাবদহ উপেক্ষা করেই দিনরাত একই রকম পরিশ্রম করতে দেখা গেছে। কোনো দল বা নেতৃত্ব সময় নষ্ট করতে নারাজ। সেরূপ বুধবার রাতের বেলা খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরীর হাত ধরে সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তোলে সামিল হতে দেখা যায়। জানা যায় খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর পঞ্চায়েত এলাকার বুধপুর গ্রামের ৬৪ নাম্বার বুথ থেকে প্রায় ৩৫০ জন মানুষ সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যারা বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলেছিলো বলে দলীয় সূত্রের খবর। এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী, তৃণমূল ব্লক নেতৃত্ব তথা খয়রাসোল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রজত মুখার্জী, লোকপুর অঞ্চল যুগ্ম আহ্বায়ক দীপক শীল সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

দুর্ঘটনার কবলে কাকলি, চোট পেলেন মাথায়

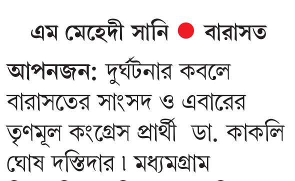

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: দুর্ঘটনার কবলে বারাসতের সাংসদ ও এবারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার। মধ্যমগ্রাম দিঘবেরিয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে মধ্যমগ্রাম জেলা পার্টি অফিসে আসার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে । জানা গিয়েছে একটি প্রাইভেট কার সরাসরি কাকলির গাড়িতে এসে ধাক্কা মারে, মাথায় আঘাত পান তিনি। দ্রুত তাকে বারাসত মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় । রাত সাড়ে আটটা নাগাদ টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান 'বাড়িতে ফিরলাম, এখন কিছুটা ভালো আছি।'বুধবার দুপুরে এই পথ দুর্ঘটনার জেরে বারাসতের বিদায়ী সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের গাড়ির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । গাড়িটির ডানদিকের পিছনের দিকের দরজার বেশ কিছুটা অংশ দুমড়ে গিয়েছে । অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন বারাসতের তৃণমূল প্রার্থী । কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। সাংসদের গাড়িতে এসে কীভাবে ধাক্কা মারল ওই প্রাইভেট গাড়িটি, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে।

রামনবমীর বর্ণাঢ্য মিছিল তৃণমূলের

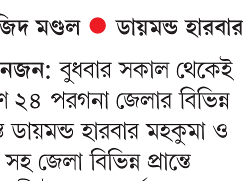

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: বুধবার সকাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা ও শহর সহ জেলা বিভিন্ন প্রান্তে রামনবমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বাইক মিছিল হয়। এই দিন রামনবমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পা মেলান ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার। তার সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্যা তথা জেলার মহিলা সভানেত্রী মনমহিনি বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন,টাউন যুব সভাপতি সৌমেন তরফদার,পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস সহ পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলার ও অন্যান্য নেতৃত্ব থেকে শুরু করে অসাধারণ মানুষজন। বুধবার বিকালে ডায়মন্ড হারবার শহর এলাকায় রামনবমী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত হন, ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার। সূর্যের প্রখর রোদকে উপেক্ষা করে এদিন সারা জেলা জুড়েই রামনবমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় এবং বাইক মিছিলে প্রত্যেকের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়।

রামনবমী নিয়ে তর্জা তৃণমূল বিজেপির

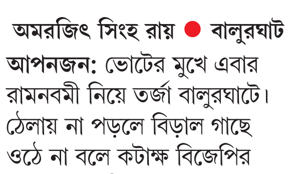

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ভোটের মুখে এবার রামনবমী নিয়ে তর্জা বালুরঘাটে। ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না বলে কটাক্ষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট কেন্দ্রের প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের। অন্যদিকে সুকান্ত মজুমদারের শব্দ চয়ন নিয়ে সমালোচনা তৃণমূল কংগ্রেসের। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পতাকা হাতে কেউ রামনবমী উপলক্ষে মিছিল করা হয়নি, সাধারণ মানুষের মিছিলে তৃণমূল নেতা কর্মীরা অংশ নিয়েছে বলেই জানানো হয়। উল্লেখ্য,বালুরঘাট শহরে হাই স্কুল ময়দান থেকে শুরু হওয়া রামনবমীর পূণ্য লগ্নে প্রভু রাম ও সীতা মাতার জয়ধ্বনী শোভাযাত্রায় তৃণমূল নেতাকর্মীদের অংশ নিতে দেখা যায়। আর এই বিষয়টি নিয়েই কটাক্ষ করা হয় বিজেপির তরফে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের প্রার্থী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন রাম নবমীতেও ছুটি দিচ্ছেন। অন্যদিকে, এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সুভাষ চাকি জানান, তৃণমূলের তরফ থেকে রামনবমী উৎসবকে কেন্দ্র করে কোন মিছিল করা হয়নি।

গরমের কারণে আগামী সপ্তাহ থেকে স্কুলে ছুটি!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গ। প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সর্তকতা জারি করেছে। এমত পরিস্থিতিতে রাজ্যে সরকারি স্কুল গুলির গরমের ছুটি সোমবার থেকে শুরু করার বিষয় আলোচনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী বসুর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে এই অস্বস্তিকর পরিবেশে গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হোক। এই আবেদন জানিয়ে ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে ইমেইল পাঠানো হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। আগে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছিল চলতি বছরে ২ 'রা মেয়ে থেকে গরমের ছুটি শুরু হবে। কিন্তু সম্প্রতি বনগাঁ মাঝেরহাট লোকাল এ গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা তাকে সহযাত্রীরা বামনগাছি স্টেশনে নামিয়ে দিলে সেখানেই তিনি মারা যান। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত রাঘবপুরের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা শেখ শাকিলা বিবি অটোতে বসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আবার পুরুলিয়ার বাসস্ট্যান্ডের কাছে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় অলোক চন্দ্র কর্মকার নামে এক ৫২ বছরের ব্যক্তির। শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া এইসব মৃত্যুর খবর ইমেইলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি ক্রমশ কঠিন দিকে এগোচ্ছে বুঝতে পেরে শিক্ষা দফতর আগামী সোমবার থেকে গরমের ছুটির বিজ্ঞপ্তি জারি করা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। তবে এখনো রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্কুলে প্রথম মূল্যায়নের পরীক্ষা চলছে। আবার অনেক স্কুলে ইতিমধ্যে প্রথম মূল্যায়নের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এমত পরিস্থিতিতে যদি আগামী সপ্তাহের সোমবার অর্থাৎ ২২ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি শুরু হয় সেক্ষেত্রে যেসব স্কুলে পরীক্ষা চলছে তাদের যে বিষয়গুলি পরীক্ষা নেওয়া বাকি থাকবে, সেগুলি গরমের ছুটির পর নেওয়া যায় কিনা সে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে শিক্ষা দফতর।

প্রচণ্ড গরমে মাটির তৈরি ট্যাপকল কলসির চাহিদা বাড়ছে গ্রামেগঞ্জে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া তীব্র গরম হাঁসফাঁস অবস্থা আর এর মধ্যেই মাটির তৈরি ট্যাপকল চাহিদা বেড়েছে কুমোরপাড়ায়। কিন্তু মাটির তৈরি কলসির এখনও বিকল্প নেইট্যাপকল যুক্ত কলসির। ফলে বেজায় খুশি কুমোররা।তাই দিন-রাত এক করে কলযুক্ত কলসি তৈরিতে নেমেছেন তাঁরা।নাকাশিপড়া পাড়া,চাপড়া, শান্তিপুরে সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বীরপুর কুমোরপাড়ায় গরম পড়ার কয়েক মাস আগে থাকতেই কুমোররা কলসি তৈরিতে মন দেন। প্রতি বাড়িতে পুরুষ ও মহিলারা কোমর বেঁধে এটাই করেন।মাটির কলসি তৈরির পর বাজার থেকে ট্যাপকল কিনে এনে তা কলসিতে লাগিয়ে দেন তাঁরা।চাপড়া থানার নবীন নগর অসিত পাল বলেন, এত গরম পড়েছে যে,ট্যাপকল যুক্ত কলসি বিক্রির চাহিদা গত বছরের থেকে বেড়ে গিয়েছে প্লাস্টিক,স্টিল জিনিসপত্র চাহিদার কারণে ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়েছিল।শিল্পী প্রদীপ পাল বলেন,গ্রাম শহরে বিভিন্ন জায়গায় থেকে রিক্সায় করে বিক্রয় করছে।বর্তমান মাটি আনতে ভালো টাকা পড়ে যাচ্ছে। সেই জ্বালানি দাম বেড়েছে এক মণ কাঠের দাম বেড়ে ২০০ টাকা হয়েছে।উপাদানের দাম বৃদ্ধির পরেও এবছর কিছু লাভ থাকছে। মাটির পাত্রে জল ঠান্ডা থাকে।তাই মানুষজন এই ট্যাপকল যুক্ত মাটির কলসি বেশি কিনছেন। বাজারে এবং রাস্তার ধারে গাড়িতে করে নিয়ে হাজির মাটির তৈরি কলসি।নিমাই পাল বলেন,ছোট-মাঝারি-বড় সব ধরনের কলসি বিক্রি হচ্ছে। ছোট কলসির দাম৩০০ টাকা থেকে শুরু।আছে ৬০০ টাকা পর্যন্ত দামের।দূর থেকে আসা ক্রেতাদের কেউ কেউ একাধিক কলসিও কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।স্বভাবতই বিক্রেতাদের হাসি চওড়াই এবার।বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এখনও পানীয় জলের জন্য মাটির কলসি বা হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়।মাটির কলসিতে জল পান করার অনেক পরিবার। তীব্র তাপদাহের কারণে আবারোও চাহিদা বাড়েছে মাটির কল লাগনো মাটির কলসির" ।আর এতে লাভের মুখ দেখছেন কুমোর থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা।

শিগগিরই আল আকসা মুসলিমদের হাতে যাবে: আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে হামলা করার পর ইরানের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির কণ্ঠে শোনা গেল আত্মবিশ্বাসের সুর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে হিব্রু ভাষায় দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, শিগগিরই আল আকসা মুসলিমদের হাতে যাবে এবং সেদিন ইসলামি বিশ্ব ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা উদযাপন করবে।
ফিলিস্তিন ইস্যুতে আগে থেকেই ইসরায়েলের সঙ্গে চরম দ্বন্দ্ব ইরানের। সেই দ্বন্দ্ব আরো ব্যাপকভাবে বেড়েছে গত ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান শুরুর পর থেকে।
এই বৈরিতার মধ্যেই গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি দূতাবাসে বোমা হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী। এতে ১৩ জন নিহত হন। হামলার পরপরই এক বার্তায় খামেনি বলেছিলেন, এই হামলার জন্য ইসরায়েলকে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে।
এরপর গত শনিবার রাত ও রোববার সকালে ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ৩ শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরানের সামরিক বাহিনী। অবশ্য বেশিরভাগ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার আগেই ধ্বংস করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। তবে দেশটির ৯টি স্থাপনায় ইরানি ড্রোন আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে।
ফিলিস্তিন কিংবা আল আকসা ইস্যু নিয়ে ইরানের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির বার্তা এটাই প্রথম নয়। গত জানুয়ারি মাসে এক বার্তায় তিনি বলেছিলেন, গাজায় ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী যেসব অপরাধ করছে, তা কখনো ভুলতে পারবে না বিশ্ব। একদিন এই শাসকগোষ্ঠী পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, কিন্তু তাদের অপরাধ এবং হাজার হাজার নারী ও শিশুকে হত্যার ঘটনা বইপত্রে অবশ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে।
এদিকে ভবিষ্যতে নিজেদের স্বার্থের ওপর আর কোন আঘাত বরদাস্ত করবে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে ইরান। ফের কোনো ধরনের আগ্রাসন চালানো হলে তাৎক্ষণিকভাবে তার সমুচিত জবাব দেবে তেহরান। ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এবং দেশটির শীর্ষ সেনা কমান্ডাররা দফায় দফায় এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রথম নজর

আমিরাতে ৭৫ বছরের ইতিহাসে বৃষ্টির রেকর্ড, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাসিন্দারা গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড পরিমাণ ভারী বৃষ্টিপাতের সাক্ষী হয়েছে। ৭৫ বছরের ইতিহাসে দেশটিতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।
মঙ্গলবার আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, আমিরাতের আল আইনের 'খাতম আল শাকলা' এলাকায় ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে ২৫৪ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কোথাও কোথাও বজ্রপাতও হয়েছে। এতে অন্তত দুই জন নিহত হয়েছেন। রাস আল খাইমাতে ৪০ বছর বয়সী একজন আমিরাতি ও দেরা দুবাইয়ে একজন প্রবাসী মারা গেছেন।
জাতীয় আবহাওয়া অধিদফতর ন্যাশনাল সেন্টার অফ মেটিওরোলজি নিশ্চিত করেছে, ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার রাত ৯টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশজুড়ে যে রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয়েছে, তা জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করার শুরু থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, আরও কয়েক ঘণ্টাব্যাপী দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। দেশের বাসিন্দারা একটি বিরল প্রাকৃতিক পরিস্থিতি দেখেছে।
এর আগে সংস্থাটির শুওয়াইব স্টেশন ২০১৬ সালের ৯ মার্চ তারিখে ২৪৭ দশমিক ৬ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছিল।
এই ভারী বৃষ্টিপাত সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা যা দেশটির বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় বাড়ানোর পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইসরায়েলিদের ধরাশায়ী করা হিজবুল্লাহর সেই ২ কমান্ডার নিহত

আপনজন ডেস্ক: গত কয়েকদিন ধরে ইরানপন্থি সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর হামলায় নাস্তানাবুদ হচ্ছিল ইসরায়েলি সেনারা। এবার ইসরায়েলের পালটা বিমান হামলায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর দুই কমান্ডার নিহত হয়েছেন। তাদের নেতৃত্বই ইসরায়েলিদের ধরাশায়ী করছিল। দ্য টাইমস অব ইসরায়েল আইডিএফের বরাতে এ খবর প্রকাশ করেছে। জানা যায়, দেশটির সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে লেবাননের আইন বাল শহরে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ফেলে ইসরায়েল। এতে নিহত হোন ইউসুফ বাজ। তিনি হিজবুল্লাহর বিগ্রেড কমান্ডার পর্যায়ের সামরিক নেতা। তিনি সাম্প্রতিক অভিযানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করছিলেন।
এর কয়েক ঘণ্টা পর লেবাননের চেহাবিয়েহ শহরে আরেকটি গাড়িতে ড্রোন হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর দুই সদস্যকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে মুহম্মদ শাহৌরি রাদওয়ান পশ্চিম জেলা রকেট ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। গত বছর গাজা যুদ্ধ শুরুর ইসরায়েলে যেসব রকেট ছোড়া হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তিনি। এ কমান্ডার খুব দক্ষ ও চতুর ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। ইরান ইসরায়েলে হামলার পর আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে হিজবুল্লাহ। ড্রোন হামলা ছাড়াও চলতি সপ্তাহে লেবানন সীমান্তের কাছে অভিযানে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।
ঐদিন ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একটি অগ্রবর্তী দল হিজবুল্লাহর পাতা ফাঁদে পা দেয়। মুহূর্তে বিকট বিস্ফোরণে আহত হন ইসায়েলের চার সেনা। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এসব ঘটনার পর হিজবুল্লাহকে নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে দখলদাররা। এরই মধ্যে সফল বিমান হামলায় দুই কমান্ডারের নিহত হওয়ার ঘটনা বড় বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ইসরায়েলকে রক্ষায় সৌদি আরবের ভুমিকা নিয়ে চরম সমালোচনা

আপনজন ডেস্ক: ইরানের ছোড়া ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ইসরায়েলকে গোপন তথ্য পাচার করে সহযোগিতা করেছে সৌদি আরব। ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ইরানের ছোড়া ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করে জর্ডান মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হচ্ছে। দেশটিকে বেঈমান হিসেবে উল্লেখ করছে খোদ জর্ডানিরা। এবার চমকপ্রদ তথ্য জানা গেল, যা মুসলিশ বিশ্বের জন্য বেশ দুঃখজনক।
জানা গেছে, গত শনিবারের হামলায় ইরান তিন শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক একটি অংশ ইসরায়েলে পৌঁছার আগেই জর্ডানের যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করে। এটিকে ফিলিস্তিনের শহিদদের সঙ্গে প্রতারণা হিসেবে মনে করছে গোটা মুসলমানরা। কিন্তু জর্ডানের এ সফলতা বা ইসরায়েলকে রক্ষার পেছনে বেশি কলকাঠি নেড়েছে সৌদি আরব। অথচ দেশটি মুসলমানদের কাছে তীর্থস্থানের মর্যাদা পেয়ে আসছে। অপরদিকে মুসলমানরা ইসরায়েলকে চরম শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে আসছে।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বরাতে দ্য টাইমস অব ইসরায়েলের প্রতিবেদনে বলা হয়, বেশ কয়েকটি উপসাগরীয় রাষ্ট্র, যার মধ্যে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরানের ইসরায়েলে হামলার পরিকল্পনার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে

গোয়েন্দা তথ্য দিয়েছিল। তাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ-ই ছিল বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি। যা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্যাপক আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। এ তথ্যের সত্যতা হিসেবে সৌদি, মার্কিন ও মিসরীয় কর্মকর্তাদের বরাত দেওয়া হয়েছে।
এই সহযোগিতার নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি ইরানের হুমকি মোকাবিলায় একটি অনানুষ্ঠানিক সামরিক অংশীদারত্ব গঠনের জন্য বছরের পর বছর চেষ্টা করে আসছে। এরই সুফল ভোগ করেছে ইসরায়েল। ইরানের হামলা ঠেকাতে জর্ডান সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তার আকাশসীমার মাধ্যমে ইসরায়েলের দিকে যাওয়া ড্রোনগুলোকে ভূপাতিত করে।
প্রতিবেদনে কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার সাফল্যের পেছনে আছে আরব দেশগুলোর তথ্য পাচার। তারা ইরানের পরিকল্পনা সম্পর্কে ইসরায়েল ও পশ্চিমা বিশ্বকে গোয়েন্দা তথ্য প্রদানের পাশাপাশি তাদের আকাশসীমার ব্যবহার এবং রাডার ট্র্যাকিংয়ের সযোগ দেয়। কিছু ক্ষেত্রে সৌদি আরবের সামরিক বাহিনী সরাসরি সহায়তা করে। তার মানে ইসরায়েলকে সহায়তাকারী একমাত্র আরব জাতি জর্ডান ছিল না।
প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, পুরো প্রক্রিয়ায় সৌদি আরব মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য আরব দেশ চুপ থেকে অংশ নেয়।
প্রাথমিকভাবে কিছু আরব দেশের সরকার দ্বিধান্বিত ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল, যদি ইসরায়েলকে সাহায্য করে তবে ইরানের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয় কি না। প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হবে কি না। এ ছাড়া গাজা উপত্যকায় হামাসের উপস্থিতিও তাদের ভাবাচ্ছিল।
এর মধ্যেই সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত তথ্য সরবরাহে রাজি হয়। জর্ডান তাদের আকাশসীমা ব্যবহারের পাশাপাশি নিজেদের যুদ্ধবিমান সহায়তা দেয়।

ইরানি প্রতিশোধমূলক হামলার জন্য ইসরায়েলই দায়ী: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিব এরদোগান। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনয়ামিন নেতানিয়াহুর কারণেই ইরান এই হামলা করেছে।
মঙ্গলবার তুরস্কের মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে এরদোগান একথা বলেন। তিনি বলেন, গত শনিবার যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তা শূন্যতার মাঝে দেখা অন্যায় হবে। ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় আমাদের হৃদয়ে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল তার জন্য প্রধানত এক ব্যক্তি দায়ী; তিনি হলেন নেতানিয়াহু এবং তার খুনে প্রশাসন।
এরদোগান বলেন ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল সরকার বিভিন্নভাবে উসকানি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে যাতে পুরো অঞ্চলকে আগুনের কুণ্ডলীতে পরিণত করা যায়। ইসরায়েল সরকার দামেস্কে অবস্থিত ইরানের কনসুলেট ভবনে হামলা চালিয়েছে এই হামলার মধ্য দিয়ে তারা আন্তর্জাতিক আইন এবং ভিয়েনা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে এবং একে কেন্দ্র করেই ইরান-ইসরায়েল সংঘাত শুরু হয়েছে।
এ বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর দ্বিমুখী নীতির কঠোর সমালোচনা করেন এরদোগান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা পশ্চিমা দেশগুলোর দ্বিমুখী নীতি দেখেছি। ইরানি কনস্যুলেটে ইসরায়েলের হামলার বিরুদ্ধে তারা কোনো কথা বলেনি তবে ইরান যখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে তখন দ্রুতই তারা তার নিন্দা জানিয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের জন্য ইসরায়েলকে সাধারণভাবে দায়ী করেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী গায়ের জোরে এবং নির্বিচারে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং তারা মানবিক ত্রাণ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাধা পর্যন্ত দিয়েছেন। ১৩২ দিনের বেশি সময় ধরে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যামূলক নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে।
গত শনিবার দিবাগত রাতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সামরিক বাহিনী ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কয়েকশ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে প্রতিশোধমূলক হামলা চালায়। এরপর এরদোগান প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে দায়ী করে এই প্রথম বক্তব্য দিলেন।

নেতানিয়াহুকে 'ঠান্ডা মাথায়' চিন্তা করার আহ্বান ঋষি সুনাকের

আপনজন ডেস্ক: ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান। ইসরায়েলে অপ্রত্যাশিত এ হামলায় হতবাক হয়েছে পশ্চিমা বিশ্বও। তবে এ হামলার জবাবে তেলআবিবও তেহরানে হামলা চালাতে পারে এমন আশঙ্কায় পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা বলছেন, এ মুহূর্তে হুট করে ইরানে হামলা করা ঠিক হবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকও একই সুর তুলেছেন। বিষয়টি নিয়ে নেতানিয়াহুকে ফোন করে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
সুনাকের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার এক ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে মাথা ঠান্ডা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন সুনাক। কারণ এ অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে কারো স্বার্থ হাসিল হবে না। বরং মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তাহীনতা আরো বাড়বে। তাই শান্ত হয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।
এর আগে সুনাক সোমবার পার্লামেন্টে বলেছেন, জি সেভেন নেতৃস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশগুলি ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলার পরে ইরানের বিরুদ্ধে সমন্বিত পদক্ষেপের বিষয় নিয়ে কাজ করছে।
উল্লেখ্য গত ১ এপ্রিল সিরিয়ায় ইরানের কনস্যুলেটে হামলা করে ইসরাইল। এতে আইআরজিসির বেশ কয়েকজন নেতার মৃত্যু হয়। এর প্রতিবাদে ইসরাইলি ভূখণ্ডে গত শনিবার প্রায় তিন শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান। এ ঘটনায় ইরানের হামলার জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইসরাইল। তবে কবে নাগাদ হামলা হতে পারে তা এখনো জানা যায়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এমন পরিস্থিতির জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করল জর্ডান

আপনজন ডেস্ক: ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান। জবাবে ইসরায়েলও প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় খুঁজছে, সাজাচ্ছে নানা পরিকল্পনা। তবে ইরান-ইসরালের মধ্যে এমন পরিস্থিতির জন্য এবার ইসরায়েলকে দায়ী করল জর্ডান। ইরানের হামলার এক সপ্তাহ না পেরুতেই নেতানিয়াহুর কড়া সমালোচনা করে এ অভিযোগ তোলা হয়। ইরানের ছোড়া বেশকিছু ড্রোন ইসরায়েলে পৌঁছার আগেই ভূপাতিত করে মুসলিম বিশ্বে বেশ সমালোচিত জর্ডান। এ পরিস্থিতির মধ্যে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে দেশটির পক্ষ থেকে বক্তব্য এলো।
রয়টার্সের বরাতে এমন সংবাদ প্রকাশ করে মিডলইস্ট মনিটর। জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) বার্লিনে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সমালোচনা করেন। আয়মান বলেন, বিশ্বের উচিত নেতানিয়াহুকে থামানো। বর্তমান উত্তেজনা বাড়ানোর পেছনে তিনিই দায়ী। জর্ডানের এ নেতা আরো বলেন, সিরিয়ায় ইরানের কনস্যুলেটে হামলায় কর্মকর্তা নিহতের প্রতিশোধ নিয়েছে দেশটি। ইরান বলেছে, তারা আর কোনো সংঘাতে যেতে চায় না। নতুন করে উত্তেজনাও বাড়াতে চায় না। কিন্তু নেতানিয়াহু এটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ, তিনি গাজা যুদ্ধ থেকে বিশ্বের মনোযোগ সরাতে চাইছেন। এ কাজে ইরান ইস্যু ব্যবহার করা হচ্ছে। তেহরানের ঐ হামলা প্রতিরোধে ইসরায়েলকে সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ময়দানে প্রকাশ্যে যুক্ত হয়েছে মুসলিম দেশ জর্ডানও। তারা কয়েক ডজন ইরানি ড্রোনগুলো করে ভূপাতিত করেছে।
এদিকে ইসরায়েলকে ঐ সহযোগিতার পর জর্ডানের সাধারণ নাগরিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। তারা তাদের সরকারকে বেঈমান উল্লেখ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। জর্ডানিরা বলছেন, ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে সহায়তা করে তাদের সরকার বেঈমানি করেছে। ফিলিস্তিনের গাজায় নির্যাতিত মানুষের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যারা কয়েক মাস ধরে গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন তারা খুবই মর্মাহত হয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫০	৫.১৩
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০৩	
এশা	৭.১৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

কারাবন্দি থেকে গৃহবন্দি সু চি

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের সামরিক সরকার ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী অং সান সু চিকে কারাগার থেকে সরিয়ে গৃহবন্দি করা হয়েছে। চলমান গরম আবহাওয়ার কারণে বাড়তি সতর্কতা হিসেবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে মিয়ানমারের জান্তা। জান্তার মুখপাত্র মেজর জেনারেল জাও মিন তুন বলেন, যেহেতু আবহাওয়া এখন অত্যন্ত গরম। তাই এটি শুধুমাত্র অং সান সুচির জন্য নয়। যাদের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা প্রয়োজন, বিশেষ করে বয়স্ক বন্দিদের।

হিজবুল্লাহ বা ইরান কেউই বর্তমানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়: ইইউ

আপনজন ডেস্ক: হিজবুল্লাহ বা ইরান কেউই বর্তমানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় বলে মন্তব্য করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এমনকি আঞ্চলিক সংঘাত সৃষ্টি হলে তা 'কারো স্বার্থেই ভালো হবে না' বলেও জানিয়েছেন ইইউর পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল। জোসেপ বোরেল বলেন, 'আক্রমণের পর, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন- তারা শুধুমাত্র সামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন- এটি ছিল কেবল নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া। আপনি যখন ক্ষতি করতে চান, তখন আপনি এমন কোনো ড্রোন পাঠাবেন না যেটি আঘাত হানতে ছয় ঘণ্টা সময় নেয়। তার ভাষায়, বর্তমানে, হিজবুল্লাহ বা ইরান কেউই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়।
ইইউ পররাষ্ট্র নীতির এই প্রধান জোর দিয়ে বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো উত্তেজনা এড়ানো। তিনি উল্লেখ করেছেন, আঞ্চলিক সংঘাত কারো স্বার্থে, বিশেষ করে গাজার স্বার্থে ভালো কিছু নয়। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত সম্পর্কে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে 'স্পষ্ট এবং গভীর বিভাজন' নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে কিছু দেশ - যেমন ফ্রান্স - অবস্থান পরিবর্তন করেছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে শুরু করেছে।

ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনালাপ পুতিনের

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলে তেহরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির সঙ্গে কথা বলেছেন।
মঙ্গলবার বিকালে ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন করেন। ইসরাইলে হামলার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে তিনি পুতিনকে ফোন করেন। এ সময় রাইসি বলেন, নতুন করে তিনি আর কোনো যুদ্ধ চান না। ক্রেমলিন জানিয়েছে, রাইসির সঙ্গে কথা বলার পর পুতিন আশা প্রকাশ করেন, সব পক্ষ যৌক্তিকভাবে চিন্তা করবে এবং শান্ত থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনে– এমন কোনো পদক্ষেপ বা নতুন যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হবে না।
গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরাইল। এতে বিপ্লবী গার্ডের দুই কমান্ডারসহ ৭ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হন।
ওই হামলার জবাবে ১৩ এপ্রিল মধ্যরাতে ইসরাইলের ভূখণ্ড লক্ষ্য করে নজিরবিহীন হামলা চালায় তেহরান। তাদের সঙ্গে হামলায় যোগ দেয় ইয়েমেনের ইরানপন্থি সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতি। এর পর লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকেও ইসরাইলে রকেট হামলা চালানো হয়েছে বলে জাননো হয়।

গাজায় শরণার্থী শিবির ও আবাসিক বাড়িতে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ১৮

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে একটি শরণার্থী শিবির (ক্যাম্প) ও আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি বাহিনীর পৃথক হামলায় অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্য গাজার মাগাজি শরণার্থী শিবিরে ১১ জন এবং রাফাহতে আবাসিক বাড়িতে হামলায় ৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের অধিকাংশই শিশু।
ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণের ফলে এখন পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৮৪৩ জন নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো ৭৬ হাজার ৫৭৫ জন।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, মাগাজি শরণার্থী শিবিরটি ঘনবসতিপূর্ণ এবং ইসরায়েল গাজায় আক্রমণ শুরু করার পরে ভূখণ্ডটির উত্তরে হাজার হাজার পরিবার তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হওয়ার পরে এই শিবির আরো ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১০৫ সংখ্যা, ৫ বৈশাখ ১৪৩১, ৮ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

বিরূপ জলবায়ু

প্রকৃতির নিজস্ব রীতিনীতি রহিয়াছে। এই রীতিনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পরিবর্তন। সময়ের বিবর্তনে আমাদের পৃথিবী বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই পর্যন্ত আসিয়াছে। ৪৫০ কোটি বত্সরের পুরাতন এই পৃথিবীতে মানুষের বসবাস মাত্র আড়াই লক্ষ বত্সর। তাহার পরও স্বীয় বুদ্ধির জোরে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে এই গ্রহে মানুষই একমাত্র প্রাণী হইয়া উঠিয়াছে, যাহারা প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহার আচরণকে বুঝিতে শিখিয়াছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিকট ভবিষ্যতে প্রকৃতি কেমন আচরণ করিবে—তাহাও বলিতে সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিক বত্সরগুলিতে প্রকৃতি হঠাত্ বিরূপ আচরণ শুরু করিয়াছে। বিশেষ করিয়া, ২০২১ সালের প্রারম্ভ হইতে সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়া হইয়া উঠিয়াছে চঞ্চল। এই মুহূর্তে বিশ্বের বহু দেশের মানুষকে ভয়ংকর দাবদাহে পুড়িতে হইতেছে, কোথাও আবার যুঝিতে হইতেছে অতিরিক্ত বন্যা ও দাবানলের সহিত। আবহাওয়ার এমন চরম আচরণ মূলত মনুষ্যসৃষ্ট।

২০২৩ সাল ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের উষ্ণতম বত্সর। চলতি বত্সরের উষ্ণতা গত বত্সরকেও ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন আবহাওয়াবিদরা। ভারতের বেশ কয়েকটি জেলায় ইতিমধ্যে থার্মোমিটারের পারদ উঠিয়াছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। প্রচণ্ড দাবদাহে সমগ্র দেশের জনজীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এইগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল। শিল্পায়নের শুরু হইতেই আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়াইয়া বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের ভারসাম্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস ক্রমেই পৃথিবীর জলবায়ুকে উষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের মতো গ্রিনহাউজ গ্যাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের উত্তাপকে আটাকাইয়া রাখে। সেই উত্তাপ আবার বিশ্বের সকল জায়গায় সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে না, যাহার পরিণতি হইতেছে আবহাওয়ার এমন অস্বাভাবিক ও চরম রূপ। সময়ে অসময়ে দেখা যাইতেছে বন্যা, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশেও বেশ কয়েক বার আঘাত হানিয়াছে। আবহাওয়াবিদরা আশঙ্কা করিতেছেন—আগামী বত্সরগুলিতে সমগ্র বিশ্বের ন্যায় আমাদের দেশেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মারাত্মক রূপ ধারণ করিবে। আমাদের দেশের কাঠামো ও মানুষের শক্তিশালী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইলেও জলবায়ুর পরিবর্তনের সহিত পাল্লা দিয়া নিজেদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই মুহূর্তে অতিরিক্ত দাবদাহে দেশের মানুষ জরাজীর্ণ। ঝড়ের সময় তাপমাত্রা কিছুটা কমিয়া আসিলেও অন্যান্য ভোগান্তি বাড়িয়া যায় বহু গুণে। কালবৈশাখী কিংবা অতিবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যার সময় ভারতের রাজধানীসহ বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চল পানিতে তলাইয়া যায়। ইহার কারণে যাতায়াতব্যবস্থায় ব্যাঘাত তো ঘটেই, তাহার পাশাপাশি অবস্থা আরো বেগতিক হইয়া যায় যখন কোনো বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়িয়া পানিতে পড়ে। ইহার পূর্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সময় বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়িয়া পড়ার কারণে একাধিক মানুষের মৃত্যু হইয়াছে। এই ধরনের দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হইল নজরদারির অভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠা অবৈধ বৈদ্যুতিক খুঁটি ও মাকড়সার জালের মতো ছড়াইয়া থাকা বৈদ্যুতিক তার। অতিরিক্ত গরমের দিনে এই সকল বৈদ্যুতিক খুঁটিতে স্ফুলিঙ্গ তৈরি হওয়ার কারণে প্রায়শই অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে দেখা যায়। রাজধানী শহরে যত অগ্নিকাণ্ড ঘটে তাহার অধিকাংশই এই সকল বৈদ্যুতিক অব্যবস্থাপনাজনিত কারণে ঘটিয়া থাকে।

সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবী জুড়িয়া আবহাওয়ার রূপ ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক; কিন্তু এই ভিন্নতাকে বাড়াইয়া চরম ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে জলবায়ু পরিবর্তন। এই মুহূর্তে আমাদের উপর এই বৈরী আবহাওয়ার প্রভাব কমাইয়া আনাটাই শুধু চ্যালেঞ্জ নহে, আমরা ইতিমধ্যে যেই চরম ভাবাপন্ন পরিস্থিতির মুখে পতিত হইয়াছি, তাহার সহিত কীভাবে খাপ খাওয়াইয়া চলা যায়, সেইটাও শিখিতে হইবে। এমন অবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাইয়া বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ তপ্ত পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

••••••••••••

ভারতে নির্বাচন, নাকি আলাদিনের অলিম্পিক জয়

আসন্ন নির্বাচন ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্পষ্ট, দেশের সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা জনগণের পক্ষে নয়, বিজেপির পক্ষে কাজ করবে এবং সংবাদমাধ্যমগুলো বর্তমান সরকারের প্রচারমাধ্যম হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে। বিরোধী দলগুলোর হাত-পা বাঁধা। ১৯ এপ্রিল থেকে আগামী ১ জুন পর্যন্ত ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনটি ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের এ নির্বাচন নিয়ে লিখেছেন **অপূর্বানন্দ**।

২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া শাসা ব্যারন কোহেনের দ্য ডিক্টেটর কমেডি মুভিতে একটি বিখ্যাত দৃশ্য আছে। ডিক্টেটর আলাদিন একটি ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, যা অলিম্পিক গেমসের অংশ এবং তিনি নিজেই সেটা আয়োজন করেছেন।

দৌড় শুরু করার ঘোষণার জন্য তাঁর কাছে আছে পিস্তল। তিনি দৌড় শুরুর করার পর সেটা থেকে গুলি করেন। তিনি যেহেতু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর কাছাকাছি চলে এলে তিনি তাঁকে গুলি করেন। একে একে সব দৌড়বিদ ছিটকে পড়েন—কেউ গুলিতে আহত হয়ে অথবা কেউ ভয় পেয়ে। দৌড় শেষ করার আগেই যখন ডিক্টেটর আলাদিনকে দম হারিয়ে ফেলতে দেখা যায়, তখন ফিনিশ লাইনে রিবন ধরে থাকা লোকগুলোই তাঁর দিকে দৌড়াতে থাকেন। তিনি রিবন পার হন এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। এ সময় বলা হয় অলিম্পিক গেমসে তিনি ১৪টি মেডেল জিতেছেন।

১৯ এপ্রিল থেকে ১ জুন পর্যন্ত দেশজুড়ে ১৮তম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণার পর থেকেই ভারতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সিনেমার এই দৃশ্য বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। লোকজন মন্তব্য করছেন, দ্য ডিক্টেটর সিনেমার এই দৃশ্যে যে প্যারোডি করা হয়েছে, বর্তমানে ভারতে ঠিক তা-ই ঘটছে এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তাঁদের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অবশ্যই ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বৈরতন্ত্র হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা যায় না, কিন্তু বর্তমানে এ দেশকে কার্যকর, স্বাস্থ্যকর গণতন্ত্রের কাতারেও রাখা যায় না। সত্যিই ২০১২ সালের সিনেমাটির কাল্পনিক চরিত্র ডিক্টেটর আলাদিনের সঙ্গে ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে ভারতের বর্তমান শাসকদের কিছু কর্মকাণ্ডের অনস্বীকার্য মিল রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার অনেক আগে এবং সব দলকে প্রচার-প্রচারণার বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বড় মাত্রায় ও রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে। এভাবে এটা বিরোধী দলগুলোকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

উপরন্তু, ২০২৪ সালের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার কিছু আগে ভোট দেখভালের দায়িত্বে থাকা নির্বাচন কমিশনের সদস্য মনোনয়নের জন্য আইন সংশোধন করে সরকার। এর আগে এই মনোনয়ন কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার পাশাপাশি ভারতের প্রধান বিচারপতিও থাকতেন। মনোনয়নে কিছুটা নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই এটা ছিল।

কিন্তু এ বছর সরকার আচমকা এই নিয়মটা পাল্টে দিল। এর ফলে এই কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতি বাদ গেলেন এবং তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত সরকারের একজন মন্ত্রীকে আনা হলো। এর মানে হলো, নির্বাচন কমিশন মনোনয়নে সরকারের মতামতই এখন প্রাধান্য পাবে। এটা যেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অনেকগুলো দলের মধ্যে একটিমাত্র দলের ক্যাপ্টেন কর্তৃক আম্পায়ার নিয়োগ দেওয়ার মতো হলো। তাহলে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বলার কিছু অবশিষ্ট থাকল কি?

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরপরই মার্চের ২১ তারিখ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দল আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দিল্লিতে মদের আবগারি শুল্কের নতুন নীতিসংক্রান্ত কেলেঙ্কারির প্রধান হোতা—এমন অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

কেজরিওয়ালকে যে সময় গ্রেপ্তার করা হয়, আম আদমি পার্টির আরও তিন নেতাও তখন কারাবন্দী ছিলেন। তাঁরা হলেন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দার জৈন এবং রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিং। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি সঞ্জয় সিংকে জামিন দিয়েছেন। কিন্তু অন্য বিরোধী নেতারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সময়মতো মুক্তি পাবেন—এমন সম্ভাবনা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। দিল্লি হাইকোর্ট কেজরিওয়ালের বিচারিক আটকাদেশ ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়েছেন।

বিরোধীদের নির্বাচনী প্রচারণায় বাধ্যতামূলকভাবে এই গ্রেপ্তারগুলোর একটি প্রভাব রয়েছে। এবং বিরোধীদের মধ্যে শুধু এরাই একমাত্র ব্যক্তি নন, যাঁরা নির্বাচন সামনে রেখে কারাভোগের হুমকি ও আইনি যুদ্ধের মুখোমুখি হচ্ছেন। গত কয়েক মাসে দেশজুড়ে বহু বিরোধী নেতা বর্তমান ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত নোটিশ ও গ্রেপ্তারের সমন পেয়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৫-৯৭ সালে বেআইনি অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার কথিত অভিযোগে বিহারের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে ৫ এপ্রিল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

এটা স্পষ্ট যে সরকারের তদন্তকারী সংস্থাগুলো শীর্ষ বিরোধী নেতাদের কারাবন্দী করতে বা কেবলই আইনি ঝামেলায় ফেলতে চেষ্টা করছে, যাতে তাঁরা নির্বাচনী প্রচারণায় তাঁদের পূর্ণ মনোযোগ ও শক্তি উৎসর্গ করতে সক্ষম না হন।

বিরোধী দলগুলো যাতে কার্যকর নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালাতে না পারে, সে জন্য তাদের ক্ষমতা সীমিত করতে বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সরকার লক্ষ্যবস্তু করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

এক মাস ধরে ভারতের ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকে কয়েক শ মিলিয়ন ডলারের একাধিক কর-নোটিশ পাঠিয়েছে এবং জরিমানা হিসেবে দলটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৬ দশমিক ৩২ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার করেছে।

নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে সীমিত প্রবেশাধিকার দিয়ে এই সংস্থা দলটির ব্যাংক অ্যাকাউন্টও জব্দ করেছে। কংগ্রেস বলেছে, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের এসব পদক্ষেপকে তাঁরা দলের প্রচার-প্রচারণা ধ্বংসের একটি চেষ্টা এবং এভাবে এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের ওপর একটি আঘাত হিসেবে দেখছে।

প্রতিদিন অন্য দলের এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতার বিজেপিতে যোগদানের খবর পাওয়া যায়। এ রকম ধারণা করা হয়, সরকারের তদন্তকারী সংস্থাগুলোর ভয়ভীতি এবং হয়রানির ফলাফল হিসেবে তাঁরা তাঁদের দল ত্যাগ করছেন এবং বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন।

২০১৯ সালে মহারাষ্ট্রের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অশোক চাভান হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিযোগ করেন, 'সরকারি সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে বিজেপি বিরোধী নেতাদের হুমকি দিচ্ছে।' এরপর থেকে চাভান নিজেও বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে বিচার ও জেলে পাঠানোর হুমকি পেয়েছেন। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি কংগ্রেস ছাড়েন এবং বিজেপিতে যোগ দেন।

দলবদল করে বিজেপিতে যাওয়া বিরোধী নেতাদের নিয়ে এ মাসের শুরুতে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সাংবাদিকেরা যাচাই-বাছাই করে দেখেছেন, ২০১৪ সালের পর ২৫ বিরোধী নেতা তাঁদের দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে ২৩ জনই 'নিরাময়' পান। তিনটি মামলা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ২০টি মামলা স্থগিত হয়ে যায়—এর অর্থ হলো, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এ রকম কৌশলে ভারতের বিরোধী দলগুলোকে গর্তে ফেলা হচ্ছে।

উপরন্তু এ ধরনের পদক্ষেপের কারণে জনগণ বিরোধীদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। বিরোধী দলগুলোকে এমন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো হচ্ছে যা বিশৃঙ্খল, ভয়ে পঙ্গু এবং শাসনের অযোগ্য লোকে ভরা।

নির্বাচনে বিজেপিকে সুবিধা দিতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রায় সব ভারতীয় সংবাদমাধ্যম খোলাখুলিভাবে বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন করছে।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের সমর্থনে এবং তাঁদের নিজেদের তুলে ধরতে সংবাদমাধ্যমগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। বিরোধীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমগুলো এ ধরনের বক্তব্য প্রচারে উদ্যোগ নিচ্ছে, বিরোধীরা দুর্বল, প্রধানমন্ত্রী এখনো জনপ্রিয় এবং তিনি বা বিজেপির কোনো বিকল্প নেই।

কোনো স্বাধীন সংবাদ সংস্থা অথবা নিউ মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যদি সরকারি বয়ানের বাইরে গিয়ে কিছু বলে, সরকারের তরফ থেকে সেগুলো হামলা ও হয়রানির মুখোমুখি হচ্ছে। সরকারের সমালোচক বহু জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেলকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে অথবা ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা ব্যবহার করা হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিন প্রধানমন্ত্রীসহ বিজেপি নেতারা সাম্প্রদায়িক ভাষা ব্যবহার করা শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি কংগ্রেসকে এই বলে আক্রমণ করেন যে দলটির নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিটি পৃষ্ঠা 'মুসলিম লীগের ছাপ বহন করে'। এ ছাড়া বিজেপি নেতারা তাঁদের সব বক্তব্য ও বিবৃতিতে বিরোধী দলগুলোকে 'রামবিরোধী' বলে নিন্দা করছেন এবং তাঁদের একটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

একেবারে শুরু থেকেই সরকার এবং তাঁর সমর্থকেরা খোলাখুলিভাবে নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে এবং আগামী সপ্তাহগুলোতে এই ধারা পরিবর্তন করার কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কিন্তু কে তাঁদের এসব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিদ্রূপ করার বিষয়ে আপত্তি জানাবে? প্রধানমন্ত্রীর নিজেরই নিয়োগ করা নির্বাচন কমিশন কিছু করবে—সত্যিকারভাবে কেউই সেটা প্রত্যাশা করে না।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদ্বেগসহকারে এ সবকিছু দেখছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধি এমন একটি বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, ভারতে জনগণের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত এবং 'মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে' সবাই ভোট দিতে পারে। যে পথে বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে, তাতে নির্বাচন শুরু হওয়ার পর জাতিসংঘের এই বিবৃতিটি যে কারও জন্য একমাত্র আশা।

আসন্ন নির্বাচন ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্পষ্ট, দেশের সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা জনগণের পক্ষে নয়, বিজেপির পক্ষে কাজ করবে এবং সংবাদমাধ্যমগুলো বর্তমান সরকারের প্রচারমাধ্যম হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে। বিরোধী দলগুলোর হাত-পা বাঁধা।

এ রকম অবস্থায় একমাত্র ভরসা হলো ভারতীয় জনগণ, যাঁরা দেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গণতন্ত্রের জন্য নিরলসভাবে লড়াই করেছেন এবং এর মূল্য খুব ভালো করেই জানেন। আশা করি, তাঁরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারবেন এবং তাঁদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করবেন। সেটা হলো ভোট; দ্রুতগতিতে ভারতের গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ বন্ধ করতে যা তাঁরা ব্যবহার করবেন।

যদি তা না হয়, তাহলে আসন্ন ভারতীয় নির্বাচন হবে ইতিহাসের একটি প্রহসনমূলক নাটক, যা শুধু মোদি এবং তার দলকে খুশি করার জন্য, নতুনভাবে বৈধতা প্রদানের জন্য, যেটা স্বৈরশাসক আলাদিনের অলিম্পিক গেমসের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়।

অপূর্বানন্দ ভারতের দিল্লি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ।

ধর্মমুক্ত নয়, ধর্ম উৎসারিত মানবতাই আদর্শ/২

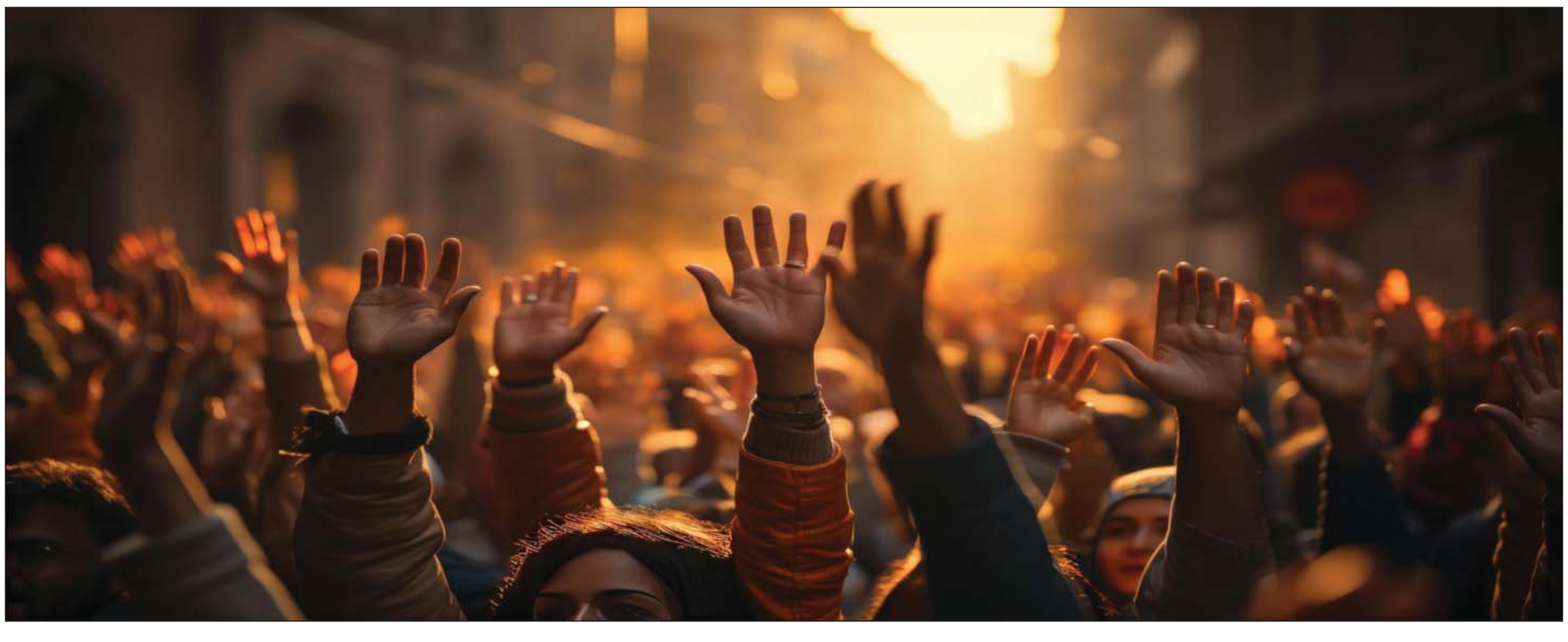

পাভেল আখতার

সেজন্য ধর্মকেই 'যত নষ্টের গোড়া' মনে করে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা অর্থহীন ও শিশুসুলভ আচরণ মাত্র। 'ধর্মমুক্ত মানবতা'র কথা যারা বলে তারা সম্ভবত এটাই প্রমাণ করতে চায় যে, ধর্ম ও মানবতা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি বস্তু! কিন্তু তা তো নয়। কথাটাই অযৌক্তিক। ধর্মের যথাযথ অনুসরণে উজ্জ্বল মানবতার বিপুল দৃষ্টান্ত যেমন আছে, তেমনই ধর্মের বর্ম পরে চূড়ান্ত অমানবিকতার নিদর্শনও ইতিহাসে অনেক আছে। অতএব, 'ধর্ম' ও 'ধর্মের বর্ম'--এই দুটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হলে তার দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির, ধর্মের নয়। 'ধর্ম' সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও যথাযথ ধারণার অভাবেই যে বহু মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তারই অভিব্যক্তিগুলি উপরিউক্ত আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়!

নজরুলের অনেক কবিতায় 'ধর্মের বর্ম' পরিহিত মানুষের কঠোর সমালোচনা আছে, যারা ধর্ম থেকে মনুষ্যত্ব বা মানবতার পাঠ নিতে পারে না, যাদের ধর্মচর্চা যান্ত্রিক ও ধর্মস্থানের সংকীর্ণ চার-দেওয়ালের মাঝে বন্দী। এবং, এইসব 'বকধার্মিক'দের দেখে কবির ক্রোধ যে ওইসব 'ধর্মস্থানের' উপরেও গিয়ে পড়েছে কখনও কখনও, কবির সেই ক্রোধটা আদতে কিন্তু 'ধর্মস্থানের' উপরে নয়, ধর্মের প্রতিও নয় ; বরং সেটা 'ধর্মের যান্ত্রিক অনুসারী' মানুষের উপরে। কবি ধর্মের মূল শিক্ষাটাই বারবার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেটা কী? মানবতাবাদ। যুগপুরুষদের আনীত ধর্মের মূল শিক্ষার দিকে মানুষকে ধাবিত করানোই যে মূল লক্ষ্য তা কবি 'মানুষ' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন অতি চমৎকার শৈলীতে। 'ধর্ম' তাঁর কাছে কখনও 'চোখের বালি' ছিল না, ছিল যান্ত্রিক ধর্মচর্চা ও ধর্মের নামে অধর্মের অনুশীলন।

বামপন্থী দলের রাজনৈতিক নেতা হোক, অথবা বামমনস্ক শিক্ষিত মানুষ, 'ধর্ম' নিয়ে অধিকাংশেরই অবস্থানটি মোটের উপর 'নির্লিপ্ত' নয়, বরং ধর্মবিরূপতা বা বিরোধিতায় পর্যবসিত। ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করতে গিয়ে তারা ধর্মের প্রতিই যে বিরূপতা প্রকাশ করে ফেলেন সেটা তাদের একধরনের বুদ্ধির বিকার ও দূরদৃষ্টিরও অভাবকে চিহ্নিত করে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অবশ্যই ঘৃণ্য। তার বিরুদ্ধতা কাম্য। কিন্তু, সেটা করতে গিয়ে ধর্মের প্রতি বিরূপ অবস্থানের জন্য বামপন্থী দল অথবা বামমনস্ক মানুষরা জনবিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। কারণ, 'ধর্ম' মানুষের নিভৃত অন্তরে যে শিকড় বিছিয়ে রেখেছে তাকে 'ধর্মঘৃণা' দিয়ে উৎপাটিত করা দূরে থাক, বরং এর দ্বারা তারা জনগণের থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য।

আরেকটি বিষয় খুব মজার। 'সাম্প্রদায়িক দল' চিহ্নিতকরণে একাংশের বামপন্থীদের মূর্খতা। ধর্মের ধ্বনি গায়ে অনুরণিত হলেই যেকোনও দল বা সংগঠন 'সাম্প্রদায়িক' হয়ে যায় না। এই কথাটা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সাম্প্রদায়িকতার মূল উপাদান হ'ল ঘৃণা বা বিদ্বেষ। ধর্মীয় দল বা সংগঠন মানেই ঘৃণাপূজারী বা বিদ্বেষ-বিস্তারক এই ভাবনা নেহাতই অপরিপক্ক। তাহলে দলীয় বামপন্থীদের একাংশ ধর্মের গন্ধযুক্ত সমস্ত দল বা সংগঠনকেই 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে বসেন কেন? কারণ, সাধারণ মানুষ অত গভীরভাবে সবকিছু ভাবেন না। ফলে, তাদের কাছে এই বার্তা দেওয়া উদ্দেশ্য থাকে যে--দেখো বাপু, আমরা কিন্তু সবাইকেই একচোখে দেখি! আমাদের 'দেখার দৃষ্টি'-তে কোনও বৈষম্য খুঁজে পাবে না! এই ভুল চিন্তাপদ্ধতির জন্যেই আবার বামপন্থীরা কার্যত বানপ্রস্থে যেতে শুরু করেছেন কি না সেটা ভাবনার বিষয়!

সমাপ্ত

প্রথম নজর

পড়ুয়া-শিক্ষকদের আরবি ভাষার দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কর্মশালার প্রস্তুতি

জাহানারা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: যাদের মুখের ভাষা আরবি নয় এমন পড়ুয়াদের আরবি ভাষা পড়ানো একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়। কেননা, ভালো করে পড়াতে হলে শিক্ষকের সেই ভাষায় দক্ষতা ও আরবের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা সাম্যক ধারণা থাকা দরকার। এর বাইরে বিভিন্ন টিচার্স ট্রেনিং কোর্স বা কর্মশালার মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী করাও দরকার। এবার সেই কাজের উদ্যোগ নিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইদুর রহমান। কর্মশালা নিয়ে উদ্যোক্তার বক্তব্য, শিক্ষককেই এই ভাষায় দক্ষতার উন্নয়ন হচ্ছে কিনা সেটার মূল্যায়ন করতে হবে। অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা আরবি ভাষায় কোনও কিছু শোনার পর কতটা বুঝতে পারছে, আরবি ভাষায় সহজ করে কথা বলতে পারা, পড়ুয়ারা আরবি বই বা খবরের কাগজ পড়া বা আরবি ভাষায় লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে কি না? এটা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দেখতে হবে। পাশাপাশি একজন আরবি শিক্ষকেরও দেখার দায়িত্ব। সবটাই এবার হাতে কলমে হবে। কলকাতার একটি হলে কর্মশালা করা হচ্ছে। ড. সাইদুর রহমান জানান, একদিবসীয় কর্মশালার বিষয়বস্তু হবে অনারবদের জন্য ভাষা দক্ষতার উন্নয়ন। আগামী ২৮ এপ্রিল একটি কর্মশালা হবে। বিশেষজ্ঞ হিসাবে থাকবেন মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ওপেন ইউনিভার্সিটির লখনউ স্যাটেলাইট ক্যাম্পাসের আরবির অধ্যাপক ড. সুমামা ফাইসাল, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নজমুল হক, শহিদ নুরুল হাসান কলেজের অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, অতিথি হিসাবে থাকছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহদী হাসান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুদ্দিন নাদবী।এ নিয়ে অনেকেই বলছেন, একটা ভালো উদ্যোগ। পড়ুয়া বা শিক্ষকরা আরবিতে কথা বলা বা লেখার ক্ষেত্রে উপকার পাবেন। অন্যান্যরাও বলছেন, যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবি ভাষা পড়ানো হয় তাদের উচিত সেখান থেকে আরবি ভাষার শিক্ষকদের এই কর্মশালায় পাঠালে তাদেরই উপকারে লাগবে।

প্রসঙ্গত, আরবি ভাষার বিকাশে বহুদিন ধরে কাজ করছেন অধ্যাপক সাইদুর রহমান। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সউদি আরব থেকে একটি আরবি ভাষা শেখানোর সিরিজ নিয়ে এসেছেন। সেই সিরিজ পড়ে তিনমাসের ব্যবধানে ছাত্রছাত্রীরা আরবি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে সক্ষম হয়েছে ও তারা লেখালেখি করতে পারছে।এ দিকে কর্মশালা বা আরবি ভাষা শিক্ষা সিরিজের জন্য ৯৭৪৮৪৭২৩৮৮ বা ৭৪০৭০৩৩৬৫০ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে বলেও জানান সাইদুর রহমান।

বাঁকুড়ায় তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪১ ডিগ্রি, একই সঙ্গে বাড়ছে রাজনৈতিক তরজা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: লাল মাটির জেলা বাঁকুড়ায় তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রার পারদ যতই উর্ধ্বমুখি হচ্ছে ততই যেন ভোটের পারদও চড়ছে। চড়া রোদকে উপেক্ষা করেই গ্রামে গ্রামে ভোট প্রচার সিপিআইএম বিজেপি ও তৃণমূলের। এদিন ইন্দাসে ভোট প্রচার করেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল কোতুলপুর এ ভোট প্রচার করেন সিপিআইএম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত ও বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। প্রত্যেকে প্রার্থী এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে কোথাও নুন চিনির জল খেয়ে কোথাও আবার ঠান্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে নিজেদের একটু শীতল করে নিতে দেখা গেল। প্রচারের মধ্যেই বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ এবং তার বর্তমান স্ত্রীকে কটাক্ষ তার প্রাক্তন স্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডলের। ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে সুজাতা মন্ডল বলেন সিপিআইএম এবং বিজেপি তৃণমূলের হয়ে প্রচার করছে ওরা প্রচার করছে মানুষ যাতে তৃণমূলকে ভোট দেয় কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের যে লক্ষীর ভান্ডার বিজেপির যিনি প্রার্থী তার পরিবারও পাচ্ছেন সিপিআইএমের যিনি প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন তার পরিবারেও নিচ্ছে এমনকি যারা বিজেপির নেতা রয়েছেন তাদের পরিবার আগে লাইন দিচ্ছে লক্ষীর ঘন্টা নেওয়ার জন্য তাই তারা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করছে। এমনকি তিনি বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁনের স্ত্রী কে কটাক্ষ করে বলেন তিনি শিলিগুড়ি থেকে এখন লাইন দিচ্ছেন বিষ্ণুপুরে লক্ষীর ভান্ডার নেওয়ার জন্য। শিলিগুড়িতে এতদিন নিতেন এখন বিষ্ণুপুরে নিতে চাইছেন তবে শিলিগুড়ি থেকে বিষ্ণুপুর লোকসভা চলবে না।

পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৌমিত্র খাঁয়ের সুজাতা মন্ডল এর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন আর নাটক করবেন না অনেক নাটক করেছেন। এত নাটক করে মানুষকে বোকা বানাবেন না। তিনি বলেন আপনি ভালো থাকুন, আপনি ভালো থাকলে সবাই ভাল থাকবেন, এত রাগ হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। রাজনীতিতে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করুন অভিনয় নয়। অভিনয় করে একজন মানুষের সাথে অনেকদিন ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষের সাথে অভিনয় করবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সাথে যে অভিনয় করছেন দুদিন পরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ওপর অত্যাচার করবেন সেই অত্যাচার দয়া করে করবেন না।

অস্ত্রবিহীন রামনবমীর মিছিল থেকে সম্প্রীতির বার্তা ঋতব্রতর

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে দেশের পাশাপাশি বাংলাতেও সহিংসতার ঘটনার একাধিক উদাহরণ রয়েছে। তবে বুধবার ব্যতিক্রমী চিত্র দেখল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁবাসী। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষ সহ এক ঝাঁক তৃণমূল নেতৃত্ব এবং তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে বুধবার বিকালে বনগাঁ শহরে রামচন্দ্রের কাট আউট নিয়ে মিছিল করলো তৃণমূল। তবে এ দিন দলীয় কোনো পতাকা চোখে পড়েনি। বনগাঁ স্টেট ব্যাংকের সামনে থেকে বনগাঁ মতিগঞ্জ ত্রিকোণ পার্ক হয়ে পুরো শহর পরিক্রমা করে ওই শোভা যাত্রা। শেষে বনগাঁ বাটার মোড়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখার সময়, আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তুলে ধরে বলেন, মানুষে মানুষে অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে আবেদন জানিয়েছেন বাংলার মিছিলে অস্ত্রের কোনো স্থান নেই। বেঁধে বেঁধে থাকবার সাংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শুধুমাত্র সম্প্রীতি শুধুমাত্র সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করার লক্ষ্যেই এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন ঋতব্রত। বাংলার মাটিতে বাংলার ঐক্য বাংলার সম্প্রীতি অটুট রাখতে রাম নবমীর দিনে সকলকে অঙ্গীকার করার আহ্বান জানিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলার সম্প্রীতি ঐক্য কেউ যেন অনিষ্ট করতে না পারে সেজন্যে আপনারা এগিয়ে আসুন। সেই সম্প্রীতি শক্তিশালী করার লড়াইয়ে বিশ্বজিৎ দাসের হাতকে শক্তিশালী করুন। নারায়ন ঘোষদের সহায়তা করুন, আসুন সকলে মিলে সংকল্প গ্রহণ করি, বলেও মন্তব্য করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামনবমীর মিছিলে রক্তাক্ত সাংবাদিক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রাম প্রতি ভক্তি নয় অস্ত্রের ঝনঝনানি লাঠি তরোয়াল নিয়ে শক্তি প্রদর্শন করলো রাম ভক্তরা। রামনবমী মিছিলে ব্যাপক নিষিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র লাঠি নিয়ে কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করতে দেখা গেছে। সেই মিছিল কভার করতে গিয়ে বর্ধমানের বিশিষ্ট সাংবাদিক বিপুন ভট্টাচার্য মাথা ফাটে ও সঞ্জয় কর্মকার মাথায় আঘাত পান। যে রামনবমীর মিছিলে ডিজে, অস্ত্র, লাঠি ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই নিষেধকে অমান্য করে মিছিলে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং ছবি তোলার কারণে বর্ধমানের সাংবাদিক বিপুণ ভট্টাচার্যের মাথায় আঘাত করা হয় মাথা ফেটে রক্ত বেরোতে শুরু করে। সহকর্মী সাংবাদিকরা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

অন্যদিকে আসানসোলের বিজেপির প্রার্থী সুরিন্দর আলুয়ালিয়া অস্ত্র মিছিলের প্রশ্নের সাংবাদিদের উত্তর বলেন অশুর নিধন করতে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। রাম রাবণের যুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যে লড়াই হয়েছিল সেই লড়াইয়ে কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। দুই বর্ধমানে রাম ভক্তদের তাণ্ডব অব্যাহত ছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাইক-ম্যাজিক মুখোমুখি সংঘর্ষ জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভয়াবহ পথে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই,ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানার ঘোষপাড়া অঞ্চলের দক্ষিণ ঘোষপাড়া এলাকায় বাইক ও ম্যাজিক গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত বাইক চালক সহ আরো এক জন। ঘটনার শব্দ শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে সাদিখান দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায় সেখানে একজনের অবস্থার অবনতি হলে তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে চিকিৎসক,অপরজন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানাযায় আহতরা হলেন সামিরুল মালিথ্যা(২৯), আফিরুল সেখ দুজনের বাড়ি ঘোষপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে যায় পুলিশ।ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

হনুমান মন্দির উদ্বোধনে কাজল শেখ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সতীপীঠ একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান কঙ্কালীতলা। এই পীঠস্থানে পুজো দেবার জন্য দূর দুরান্ত থেকে পূর্ণ্যার্থীরা ছুটে আসেন। সারাবছর কঙ্কালীতলা পিঠস্থানে মানুষের আসা-যাওয়া লেগেই থাকে। আজকে তাই কঙ্কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে রামনবমীর পুণ্য লগ্নে শ্রী শ্রী কপীশ্বর হনুমানজীর মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয়। মন্দিরটি শুভ উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। এছাড়া এই মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি ,কংকালী পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মামন শেখ সহ কঙ্কালীতলার অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগন।

শ্রমিক কন্যা খুন, পাশে চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: দক্ষিণ গোয়ার চিকালিমা মহকুমার ভস্ক থানার অন্তর্গত নির্মীয়মান ভবনে কোচবিহার ১ নং ব্লকের অন্তর্গত হাড়িভাঙ্গা অঞ্চলের রাশিডাঙ্গা সাহেবের হাট এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিক দীপক বর্মন নৈশপ্রহরীর কাজ করতেন। তার একমাত্র কন্যা সন্তান কে গত ১১ এপ্রিল মধ্য রাতে কয়েক মিলে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। ভস্ক থানা তদন্তে নেমে দু জনকে গ্রেপ্তার করে। দু জনেই অপরাধের দায় স্বীকার করেছে বলে খবর।আজ শিশু কন্যার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন দিনহাটার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী ড. অজয় মণ্ডল। দেখা করে পরিবারের হাতে তুলে দিলেন কিছু আর্থিক সাহায্য এবং সেই সঙ্গে দোষীরা যাতে ফাঁসির সাজা পায় তার জন্য আইনি সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেয়। ডা: অজয় মন্ডল বলেন, আমি এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ধিক্কার জানাচ্ছি। দোষীদের সঠিক বিচারে কঠিন শাস্তি চাই। এদিন উপস্থিত ছিলেন হাড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শংকর দেবনাথ ও বিশিষ্ট্য সবাজ সেবক নুর ইসলাম।

দুয়ারে দুয়ারে ফর্ম বিতরণ হাড়োয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: উঃ ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত -২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষের নির্দেশ মতো মঙ্গলবার হাড়োয়া বিধানসভার অন্তর্গত কীর্তিপুর-১,অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে আবাস যোজনার ফর্ম বিতরণ করতে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কোর কমিটির সদস্য, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য তথা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, বিশিষ্ট পীরজাদা হাজী একেএম ফারহাদ।

আবাস যোজনার ফর্ম বিতরণ প্রসঙ্গে তিনি জানায় হাড়োয়া বিধানসভার অন্তর্গত আন্দুলিয়া খড়িবাড়ি গ্রামে দুঃস্থ পরিবারের সদস্যদের হাতে ফর্ম তুলে দেওয়া হয়।

ফর্ম প্রাপক মর্জিনা বিবি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি।

ফর্ম বিতরণ পর্ব এবং বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের ভোট প্রচারকার্যে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম সদস্য আজগার আলী,সহিদুল ইসলাম, মহিবুল প্রমুখ।

খাসমহলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভগবানগোলা

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার হাবাসপুর খাসমহল গ্রামের যুব গোষ্ঠীর পরিচালনায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির , এবং বিনামূল্যে ওষুধ ও প্রদান করা হলো , জেলার বিভিন্ন অভিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয়ের মধ্যমে চোখ, দাঁত ,গাইনি মেয়েদের চিকিৎসা জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাক্তার দিয়ে খুব ভালো ভাবে চিকিৎসা করানো হলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পরিষেবা পেয়ে এলাকাবাসী খুবই খুশি হয়েছেন বলে জানান।

রাত্রিতে ইসলামিক জালসায় গঠনমুলক দেশের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন। জানা যায় হাবাসপুর খাস মহল এলাকার যুবক গোষ্ঠীরা, তারা নিজেরা টাকা তুলে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ নিয়েছে। আর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন অত্র এলাকার মানুষজন।

উপস্থিত ছিলেন তুহিন সেখ সভাপত , মাওলানা সাগির হোসেন সম্পাদক,শাহবাজ খান সহ-সভাপতি, মোঃ সিলন শেখ, মোঃ হানিফ শেখ, আব্বাস শেখ এবং গ্রামের বিশিষ্ট ইমাম মাওলানা আব্দুল খাবির।

রাম নবমীতে বেদম ঢাক পেটালেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের

আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: রাম নবমীতে বেদম ঢাক পেটালেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। প্রচন্ড গরমকে উপেক্ষা করেই এদিন রামনবমীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন ও ঢাক পেটান দেবাংশু ভট্টাচার্য।সেই সঙ্গেই করলেন রামের পুজো ও যজ্ঞানুষ্ঠান। রামের পুজো করে দেবাংশু বলেন, "রাম-ই জগতের শ্রেষ্ঠ।" যে প্রসঙ্গে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা বলেন, "ধাপে ধাপে দেবাংশুর মতো সকলকেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণে আসতে হবে।তাম্রলিপ্ত জনস্বাস্থ্য কৃষি ও কুটির শিল্প মেলা কমিটির উদ্যোগে রামনবমী পুজো।মূলত তাম্রলিপ্ত পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের উদ্যোগে ১৬ বছর ধরে রামনবমীর পুজো করে আসছে কমিটি।এদিন বুধবার রামনবমীর পুজো উপলক্ষে হোম যজ্ঞের আয়োজন করা হয়।তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য সেই রামনবমীর পুজোতে অংশগ্রহণ করেন। পুজোর সামনে ঢাক বাজাতে শুরু করেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। দেবাংশু বলেন, ধর্মের মধ্য দিয়ে যে রামকে আমরা পাই সেই রাম হলো পুরুষোত্তম।তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা গোটা ভারতবর্ষের, গোটা বাংলার আজও অটুট। তাঁর প্রতি আস্থাও আজও অটুট।

এরপরই তিনি বিজেপির উদ্দেশে তোপ দেগে বলেন, আমাদের বিদ্রোহ প্রতিবাদ তাদের প্রতি যারা রামচন্দ্রকে রাজনীতির ময়দানে নামিয়ে আনেন। আমাদের ঈশ্বরকে রাজনীতির ময়দানে দেখতে চাই না। তাকে আমরা যজ্ঞে, হোমে, ধূপের গন্ধে দেখতে চাই। আমাদের কাছে এই রাম-ই শ্রেষ্ঠ।

মধ্যমগ্রামে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

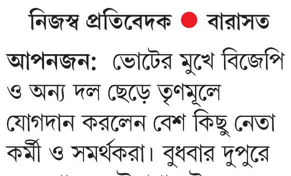

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: ভোটের মুখে বিজেপি ও অন্য দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন বেশ কিছু নেতা কর্মী ও সমর্থকরা। বুধবার দুপুরে মধ্যমগ্রামের চৌমাথায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত সংসদীয় সাংগঠনিক জেলা পার্টি অফিসে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা নিয়ে যোগদান করেন তারা। এর মধ্যে রয়েছে বিজেপির চিকিৎসা সেলের নেতা সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এই সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় এবার বারাসত লোকসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীর গোষ্ঠীর বিজেপির প্রার্থী হিসেবে নাম উঠে এসেছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানকারী নবাগতদের মধ্যে বারাসত অশোকনগর ও মধ্যমগ্রামের বিজেপি এবং অন্য দলের কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাক্তার কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর উপস্থিতিতেই এই যোগদান অনুষ্ঠান চলে। মন্ত্রী রথীন ঘোষের দাবি স্থানীয়ভাবে অঞ্চলগুলিতে এতে দল আরো রাজনৈতিকভাবে শক্তি বৃদ্ধি করবে।

সামশেরগঞ্জে জোর ভোট প্রচার ঈশা খানের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবার সামশেরগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী। বুধবার সকাল থেকেই সামসেরগঞ্জের ডাকবাংলা থেকে শুরু করে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে রোড শো করেন তিনি। প্রচারের শুরুতেই এদিন সাগরদিঘী বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের নিজস্ব বাসভবন সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় যান কংগ্রেসের প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী। বায়রন বিশ্বাসের ভাই মিল্টন বিশ্বাসের সঙ্গে ছবিও তুলেন তিনি। আর সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে সোস্যাল মিডিয়ায়। এদিনের কংগ্রেস প্রার্থীর রোড শো তে কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আগামী ৭ ই মে হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহবান জানান কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খাঁন চৌধুরী। এদিনের নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসের সঙ্গে রোড শো এ সামিল ছিলেন সিপিআইএমের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা। রোড শো করার পাশাপাশি বিড়ি শ্রমিক এবং বিভিন্ন বিড়ি কারখানা গুলোতে গিয়েও জনসংযোগ করেন কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরী।

ধরমপুরে ঈদ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মিলন সভা

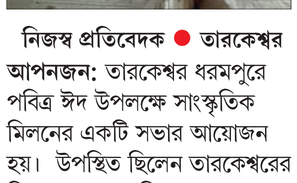

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তারকেশ্বর

আপনজন: তারকেশ্বর ধরমপুরে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মিলনের একটি সভার আয়োজন হয়। উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দ্র সিংহ রায় ও বাসুবাটী মেজ হুজুর দরবার শরীফের পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম। তাদেরকে বরণ করে নেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। সকল বক্তা সর্ব ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে থাকা, কাজ করা এবং এই সম্প্রীতিকে অটুট রাখার জন্য পরামর্শ দেন। সেই সঙ্গে অশুভ শক্তিকে প্রশ্রয় না দেবার অনুরোধ করেন। সভা পরিচালনা করেন তৌফিক মন্ডল এবং সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য গণেরা।

চাঁচলে বিজপি-তৃণমূলকে বিঁধলেন অধীর চৌধুরি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: চাঁচলে বুধবার মালদহের চাঁচল থানার গৌড়িয়া হাজাতপুর মাঠে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে তৃণমূল ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ জনসভা শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদহ উত্তরের বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম, সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস,চাঁচল ও মালতীপুরের কংগ্রেস প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহবুব সহ বাম ও কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এনআরসি ও সিএএ ভোট পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে দিদি মোদি বলে আক্রমণ করেন অধীর।

প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয় রঞ্জন দাস মুন্সি ও এবিএ গনি খান চৌধুরীর আমলে উন্নয়ন হওয়া ব্যাখা করেন তিনি। মালদহে উত্তরে এবার বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী জিতছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

الدعوة
দাওয়াত

- শাওয়ালের ৬ রোজার ফজিলত
- যেসব কাজে আত্মীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়
- শাওয়াল মাসের ছয় রোজা নিয়ে মহানবী সা. যা বলেছেন
- ফজরের নামাজের বিশেষ ফজিলত

বিশেষ প্রতিবেদন

শাওয়ালের ৬ রোজার ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই ইবাদতের জন্য। এ মর্মে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' -সূরা যারিয়াত : ৫৬

ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা মহান আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতে পারে। প্রতিটি নেক কাজেই রয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা। সূরা আনআমের ১৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার ১০ গুণ সওয়াব পাবে।'

নেক ইবাদতের প্রতিদান প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যেকোনো নেক আমলই করবে, আমার কাছে তার ১০ গুণ সওয়াব প্রস্তুত আছে।' -হাদিসে কুদসি

১০ গুণ সওয়াব দেওয়ার এই ওয়াদা দুনিয়ার কোনো মানুষের নয়, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই করা হয়েছে। আর এটিকে কোনো বিশেষ নেকির সঙ্গেও সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে যেকোনো ধরনের নেকি, হোক তা ফরজ কিংবা নফল।

হোক একবার সুবহানাল্লাহ বলা কিংবা আলহামদুলিল্লাহ বলা। তার সওয়াব ১০ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

মহান আল্লাহর একান্ত ইচ্ছা তার প্রত্যেক বান্দা তারই ইবাদত সম্পন্ন করার মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবে।

ইবাদত মূলত দুই প্রকার। ফরজ ইবাদত, যেমন- নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। নফল ইবাদত, যেমন- নফল নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাত, নফল রোজা রাখা ইত্যাদি।

মানব জাতি মূলত তখনই মহান আল্লাহর কাছে প্রকৃত সম্মানিত ও প্রিয় হবে, যখন তার প্রতিটি কাজ হবে একমাত্র তার উদ্দেশ্যে।

সুখে-দুঃখে একমাত্র তার ইবাদত করবে, তাকেই ভালোবাসবে। তারই নৈকট্য লাভের চেষ্টায় সর্বদা ব্যস্ত থাকবে। ফরজ ইবাদত সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নফল ইবাদতে অধিক মনযোগী হবে। নফল ইবাদতগুলোর মধ্যে নফল রোজা বান্দাকে অতি সহজেই মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়।

কারণ রোজা এমন একটি ইবাদত যা জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ এবং এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দিয়ে থাকেন।

নবী কারিম সা.-এর বাণী: কল্যাণকামী মুসলমানরা যেন শুধু রমজানের রোজা রেখেই থেমে না যায়, বরং অল্প কিছু রোজা রেখে পুরো বছরের রোজা রাখার মর্যাদা লাভ করতে পারে তার এক মহাসুযোগ করে দিয়ে নবী কারিম সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমজান মাসে ফরজ রোজা পালন করল, অতঃপর শাওয়াল মাসে আরও ছয়দিন রোজা পালন করল, সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।' -সহিহ মুসলিম

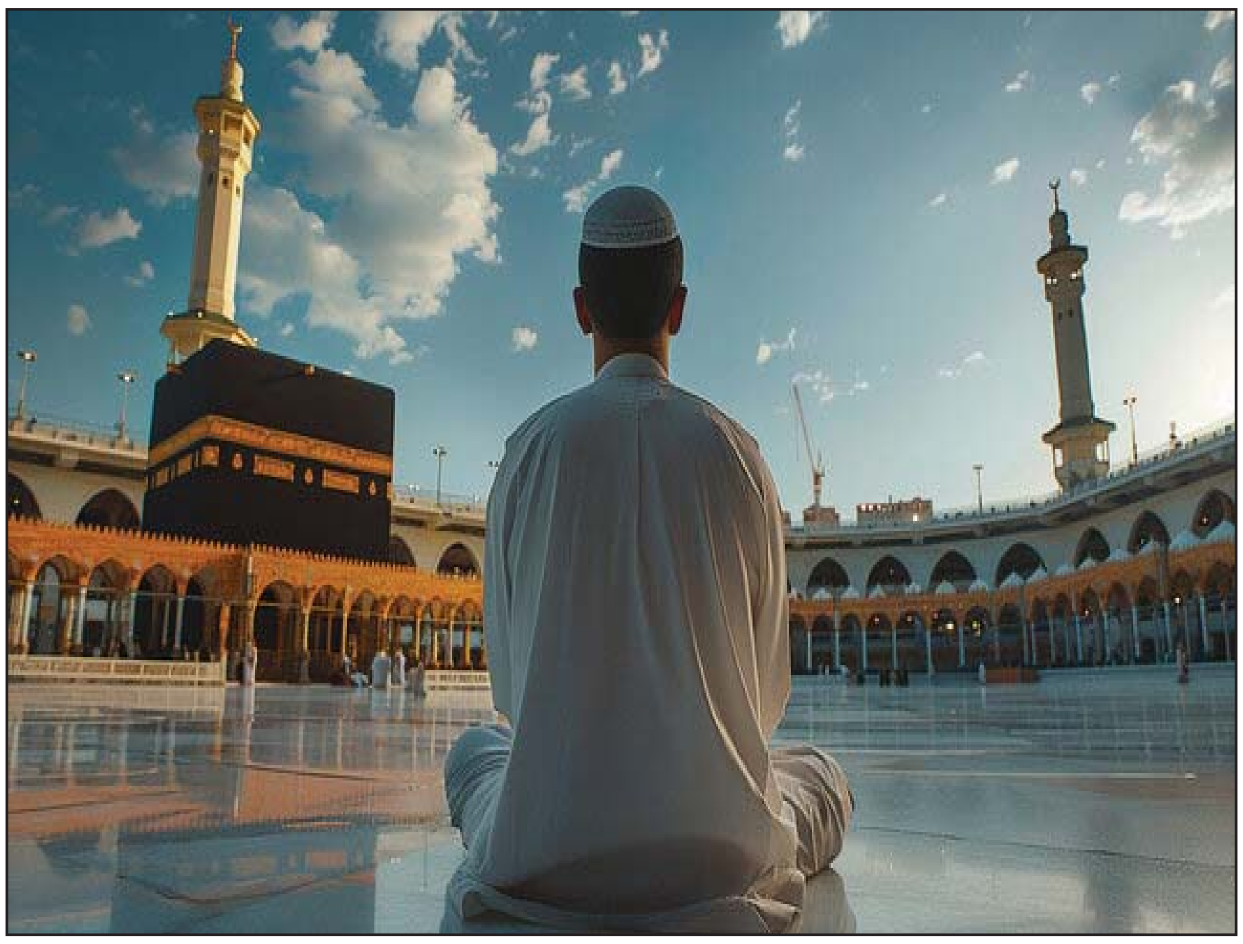

অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যখন রমজান মাসের রোজা রেখে তার সঙ্গে সঙ্গে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা রাখল, সে এই রোজার কারণে মহান আল্লাহর দরবারে পূর্ণ একটি বছর রোজা রাখার সওয়াব পেয়ে গেল। অপর এক হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি রমজানের রোজা শেষ করে শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোজা রাখবে, সেটা তার জন্য পুরো বছর রোজা রাখার সমতুল্য।' -মুসনাদে আহমদ

বিশ্লেষণ: যদি কোনো ব্যক্তি রমজান মাসের ৩০টি রোজা রাখে, তাহলে তার ১০ গুণ ৩০০ রাত হবে। আর শাওয়ালের ছয় রোজার ১০ গুণ ৬০ হবে। এমনিভাবে সব রোজার সওয়াব মিলে ৩৬০ দিন হয়ে গেল। আর আরবি দিনপঞ্জির হিসাবে ৩৬০ দিনেই তো বছর পূর্ণ হয়।

শিক্ষা: হাদিসদ্বয় থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়ে থাকি তা হলো- শাওয়ালের ছয়টি রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত অবগত হওয়া গেল। ক্ষুদ্র আমল কিন্তু অর্জন বিশাল। বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর সীমাহীন দয়ার বহিঃপ্রকাশ। অল্প আমলেই অধিক প্রতিদান প্রাপ্তির নিশ্চয়তা।

কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতাস্বরূপ এই ছয় রোজার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা মোস্তাহাব, যাতে রোজাগুলো ছুটে না যায়।

কোনো ব্যস্ততাই যেন পুণ্য আহরণের এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। নফলসমূহ ফরজের ত্রুটিগুলোর ক্ষতিপূরণ করে। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে রোজাদার কর্তৃক যে ভুলত্রুটি হয়, নফল রোজা তা দূর করতে সহায়তা করে।

ছয় রোজার উপকারিতা: এ রোজা ফরজ নামাজের পর সুন্নতে মোয়াক্কাদার মতো। যা ফরজ নামাজের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে। অনুরূপভাবে শাওয়ালের ছয় রোজা রমজানের ফরজ রোজার অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে এবং তাতে কোনো ত্রুটি থাকলে তা দূর করে।

কখন এবং কীভাবে: শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখা যাবে মাসের শুরু-শেষ-মাঝামাঝি সব সময়। ধারাবাহিকভাবে কিংবা বিরতি দিয়ে যেভাবেই করা হোক, রোজাদার অবশ্যই এর সওয়াবের অধিকারী হবেন। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে, শাওয়ালের ছয় রোজার সঙ্গে রমজানের কাজা রোজা আদায় হবে না। উভয় রোজাই আলাদা আলাদা রাখতে হবে। প্রথমে রমজানের কাজা রোজা রাখতে হবে, তারপর ছয় রোজা রাখবে। যদি পুরো মাসই কাজা রোজায় শেষ হয়ে যায় এবং নফল রোজা রাখার সুযোগ না পাওয়া যায়, তবুও মহান আল্লাহ বান্দার মনের আকাঙ্ক্ষার কারণে তাকে ওই ছয় রোজার সওয়াব দেবেন বলে আমরা আশা করি।

মা-বোনদের এ দিকটি খেয়াল রাখা উচিত যে, প্রাকৃতিক কারণে প্রতি রমজানে তাদের যে রোজাগুলো কাজা হয়ে যায়, উচিত হবে প্রথমে সেই কাজা রোজাগুলো আদায় করা। এরপর শরীর সুস্থ ও সুযোগ থাকলে পূর্ববর্তী বছরের কাজা রোজা আদায় করা। যদি কোনো কাজা রোজা না থাকে, তাহলে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখাই হবে উত্তম। কারণ নবী কারিম সা. বলেছেন, 'যে রমজানের রোজা রাখবে সে যেন পুরোপুরি রাখে। যার ওপর কাজা রয়ে গেছে, তার রোজাগুলো পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না, কেননা সে তার কাজা আদায় করেনি।' -মুগনি

উল্লেখ্য, শাওয়ালের রোজা হচ্ছে নফল আর রমজানের রোজা হচ্ছে ফরজ। আর রমজানের কাজা রোজা আদায় করাও ফরজ।

শেষ কথা: প্রত্যেক সুস্থ-সবল ব্যক্তির উচিত শাওয়াল মাসের ফজিলতপূর্ণ ছয়টি রোজা রেখে পূর্ণ এক বছর রোজা রাখার সমান সওয়াব হাসিল করে মহান আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া। কোনো মুমিন নারী-পুরুষ যদি তার অপর কোনো ভাই-বোনকে এই রোজা রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সে যদি তার পরামর্শে রোজা রাখেন, তবে উদ্বুদ্ধকারীও সওয়াব পাবেন। উল্লেখ্য, কেউ নফল রোজা রেখে ভেঙে ফেললে তার কাজা আদায় করা ওয়াজিব।

রাতে ঘুমানোর আগে সূরা মুলক পড়ার কারণ

ফেরদৌস ফয়সাল

সূরা মুলক পবিত্র কোরআনের ৬৭তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর ২ রুকু, ৩০ আয়াত। আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষকে দিয়েছেন দেখার ও শোনার শক্তি ও বিবেক। অথচ তারা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এ সূরা পাঠের ফজিলত সীমাহীন। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'কোরআনে এমন একটি সূরা আছে, যার আয়াত ৩০টি। এই সূরা যে পাঠ করবে, সেই ব্যক্তির জন্য সূরাটি সুপারিশ করবে এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সূরাটি হলো তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলকু (সূরা মুলক)। (সুনানে আত-তিরমিজি, ২৮৯১)

প্রতি রাতের যেকোনো সময় সূরা মুলক তিলাওয়াত করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। তিরমিজি শরিফের ২,৮৯২ নম্বর হাদিস অনুযায়ী, রাসুলুল্লাহ সা. সূরা আস-সাজদা ও সূরা মুলক তিলাওয়াত না করে কোনো দিন ঘুমাতেন না।

তার মানে এই নয় যে সূরাটি দিনে পড়া যাবে না। যেকোনো সময়ই পড়া যাবে, তবে রাতে বিশেষ জিকির হিসেবে এ সূরা পড়া উত্তম। সূরাটি নামাজের সঙ্গে পড়াও ভালো। মুখস্থ না থাকলে দেখে দেখে অর্থ বুঝে পড়লে বিশেষ সওয়াব পাওয়া যায়।

সূরা মুলকের ছয়টি ভাগ:

প্রথম ভাগ ১ থেকে ৪ আয়াত—এ অংশে আছে আল্লাহর ক্ষমতার বর্ণনা।

দ্বিতীয় ভাগ ৫ থেকে ১৫ আয়াত—এ অংশে জাহান্নাম ও জান্নাতের প্রসঙ্গ।

তৃতীয় ভাগ ১৬ থেকে ২২ আয়াত—এখানে আছে অত্যাসন্ন বিপদের বার্তা।

চতুর্থ ভাগ ২৩ থেকে ২৪ আয়াত—সে বিপদে প্রস্তুতির সময় নিয়ে প্রশ্ন।

পঞ্চম ভাগ ২৫ থেকে ২৭ আয়াত—সে বিপদ কবে ঘটবে, তা নিয়ে মানুষের কৌতূহল?

শেষ ভাগ ২৮ থেকে ৩০ আয়াত—আল্লাহর বিপরীতে মানুষের দুর্বলতা।

সূরার বিষয়বস্তু

সূরাটিতে বলা হয়েছে, বিশ্বজগতের কর্তৃত্ব ও রাজত্ব সবই আল্লাহর। আরও বলা হয়েছে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। সূরাটিতে আছে তারকারাজি সৃষ্টির রহস্যের কথা, কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের অবস্থা এবং তাদের চিন্তা ও গবেষণা করার দাওয়াত এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান।

সূরাটির নামের মধ্যেই এর বিষয়বস্তু ও মর্মার্থ সুস্পষ্ট হয়েছে। আরবি মুলক মানে সার্বভৌমত্ব। আসমান ও জমিনে সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী যে আল্লাহ, তা এ সূরায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাঁর পরম সার্বভৌম কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।' এতে বোঝা যায়, জীবনের মতো মৃত্যুও স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি। এ আয়াত থেকে আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যে যিনি মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই মৃত্যু থেকে মুক্ত। অর্থাৎ মৃত্যু তাঁর ওপর কার্যকর হতে পারে না।

৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তিনি স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি না। তারপর তুমি বারবার তাকাও, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।' এখানে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে কোনো খুঁত বা অসংগতি আছে কি না, তা বারবার খুঁজে দেখতে বলেছেন। কারণ, প্রথমবার মানুষ যখন অবাক হয়ে কোনো কিছু দেখে, তখন কোনো ত্রুটি বা অসংগতি তার চোখে পড়ে না। বারবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টির অসংগতি খুঁজে দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। নিটোল সৃষ্টির কোনো অসংগতি না দেখতে পেয়ে মানুষের দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।

এরপর পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি নিম্নতম আকাশকে প্রদীপমালায় সুশোভিত করেছি এবং তাদের ক্ষেপণীয় বস্তু করেছি শয়তানের ওপর নিক্ষেপ করার জন্য। আর আমি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।' এ আসমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে, তেমনি এগুলোকে আক্রমণের মাধ্যমও করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর এই সৃষ্টির মধ্যে কোমলতা ও কঠোরতা পাশাপাশি রয়েছে।

১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে প্রশস্ত করেছেন, অতএব তোমরা দিগ্‌দিগন্তে বিচরণ ও তাঁর দেওয়া জীবনের উপকরণ থেকে আহার করো। পুনরুত্থানের পর তাঁরই কাছে

শাওয়াল মাসের ছয় রোজা নিয়ে মহানবী সা. যা বলেছেন

বিশেষ প্রতিবেদন

পবিত্র রমজান মাস ছিল মুমিনের আমলের মৌসুম। এ মাসের আমলগুলো যেন পুরো বছর অব্যাহত থাকে সেটাই এ মাসের প্রধান শিক্ষা। এর মাধ্যমে রোজার সামর্থ্যের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। কোরআনে রোজা রাখার নির্দেশের পরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা এসেছে।

ইরশাদ হয়েছে, 'যেন তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

শাওয়াল মাসের ছয় রোজা : কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম দিক হলো, আমল করা অব্যাহত রাখা। এর মধ্যে রমজানের পর শাওয়ালের ছয় রোজা রাখা গুরুত্বপূর্ণ আমল। রাসুলুল্লাহ সা. এ রোজা রাখতেন এবং সাহাবাদের তা রাখার নির্দেশ দিতেন।

আবু আইউব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমজানে রোজা রাখবে এবং পরবর্তী সময়ে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখবে সে যেন পুরো বছর রোজা রাখল।' (মুসলিম, হাদিস : ১১৬৪)

ছয় দিনের রোজায় পুরো বছরের সওয়াব : রমজান মাসে রোজা রাখার পর শাওয়াল মাসে আরো ছয়টি রোজা রাখলে পুরো বছর রোজার সওয়াব পাওয়া যায়।

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ সব ভালো কাজের প্রতিদান ১০ গুণ করে দেন। তাই রমজান মাস ১০ মাসের সমতুল্য এবং পরবর্তী (শাওয়াল মাসের) ছয় রোজার মাধ্যমে এক বছর পূর্ণতা লাভ করে।

' (নাসায়ি : ২/১৬২)

পুরো বছর সওয়াব হয় যেভাবে : মূলত রমজান মাসের রোজার পর অতিরিক্ত ছয় রোজা মিলে সাধারণত ৩৬টি রোজা হয়। আর তা ১০ গুণ করলে মোট ৩৬০টি হয়। কারণ মুমিনের যেকোনো আমলের সওয়াব ১০ গুণ করে দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়েছে, 'কেউ কোনো ভালো কাজ করলে সে তার ১০ গুণ পাবে। আর কেউ কোনো খারাপ কাজ করলে তাকে শুধু তার প্রতিফলই দেওয়া হবে; তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।

' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১৬০)

রমজানের রোজার পরিপূরক : নফল আমলের মাধ্যমে ফরজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হয়। তেমনি শাওয়ালের রোজার মাধ্যমে রমজানের রোজার ত্রুটিগুলো পূর্ণ করা হবে। নামাজ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ফরজ নামাজের হিসাব করা হবে। তা ঠিক থাকলে সে সফলকাম। আর তাতে সমস্যা হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর কোনো ফরজ আমলে অপূর্ণতা দেখা দিলে মহান রব বলবেন, তোমরা দেখো, আমার বান্দার কি কোনো নফল নামাজ রয়েছে? নফল থাকলে তা দিয়ে ফরজকে পরিপূর্ণ করা হবে। এভাবে সব ফরজ আমলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ করা হবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ৪১৩)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দিন।

যেসব কাজে আত্মীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়

উম্মে আহমাদ ফারজানা

ঈদ উৎসবে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার সুযোগ হয়। অবকাশকালে অনেকে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। উপহার বিনিময়ে করে। এতে সম্পর্ক মজবুত হয়।

ইসলাম মজবুত সমাজকাঠামো দেখতে চায়। ইসলামের নির্দেশ হলো মুমিন ঈমানের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে অথবা সম্পর্কচ্ছেদ করবে। আল্লাহ বলেন, ‘মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।’ (সূরা : হুজরাত, আয়াত : ৯-১০)

বিরোধ থাকলেও বিচ্ছেদ নয়

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, পূর্বসূরিরা পারস্পরিক বিরোধ থাকার পরও একে অপরের দ্বিনি সম্পর্ক ও হৃদ্যতা বজায় রাখত।

তারা অবিশ্বাসীদের মতো নিজেদের শত্রু মনে করত না। তারা পরস্পরের সাক্ষ্য গ্রহণ করত, পরস্পরের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করত, পরস্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো, আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতো। (মাজমুউ ফাতাওয়া : ৩/২৮৫)

অতিথিপরায়ণতার দ্বারা সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন

অতিথির সমাদর ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য। সাধ্যানুযায়ী অতিথির আদর-আপ্যায়ন করা কর্তব্য।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, কেউ আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনলে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। কেউ আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনলে সে যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে। কেউ আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনলে সে যেন অতিথির সমাদর করে। (বুখারি, হাদিস : ৬০১৮)

আত্মীয়তা ছিন্নকারী অভিশপ্ত

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা খুবই কঠোর। পবিত্র কোরআনে তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে এরও সম্ভাবনা আছে যে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ওরা তারাই, যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেছেন। (সূরা : মুহাম্মাদ, আয়াত : ২২-২৩)

আমরা সংসারজীবনের নানা চাপে আত্মীয়দের ভুলে যাই। অথচ আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় জীবন-জীবিকা উন্নত করে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রিজিক (জীবিকা) প্রশস্ত হওয়ার এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে। (বুখারি, হাদিস : ৫৯৮৬)

অসুস্থদের সেবা-সাক্ষাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ

অসুস্থতায় সেবা শুশ্রূষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ যেকোনো সংকটে সর্বাগ্রে আত্মীয়দের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সংকটাপন্ন ও অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতার তাগিদ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, কোনো অভাবীকে দান করলে শুধু দানের সওয়াব আর আত্মীয়কে সহযোগিতা করলে দুটি সওয়াব, দান ও আত্মীয়তা রক্ষা। (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২৫৮২)

সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না

যেসব কাজ সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে তা বর্জন করতে হবে। মুমিন হিসেবে অন্য মুমিনের প্রতি অহেতুক কুধারণা করা যাবে না। প্রমাণ ছাড়া কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা ইসলামের শিষ্টাচারের বহির্ভূত কাজ। বরং অন্যের প্রতি অবান্তর কুধারণা পোষণ করা গুনাহের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনরা, তোমরা অধিকাংশ অহেতুক ধারণা পোষণ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা কিছু কিছু ধারণা পাপতুল্য...।’ (সূরা : হুজরাত, আয়াত : ১২)

গিবত সামাজিক অপরাধ

সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত একটি পাপ হলো গিবত। অন্যের গিবত বা পরনিন্দা করা জঘন্যতম গুনাহ। মুমিনদের এ ধরনের মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় জানতে ওত পেতে থেকো না, একে অপরের গিবত কোরো না, তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? অথচ তা তোমরা ঘৃণা করো, তাই আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু।’ (সূরা : হুজরাত, আয়াত : ১২)

অপবাদ আরোপ সামাজিক অপরাধ

আরেকটি সামাজিক অপরাধ হলো কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করা। কাউকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার অর্থ হলো অপবাদ দেওয়া। এটি গিবতের চেয়ে মারাত্মক গুনাহ। বিশেষত কোনো সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো অনেক বড় গুনাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘যারা সতী-সাধ্বী সরল ও ঈমানদার নারীদের ব্যাপারে অপবাদ রটায় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।’ (সূরা : নুর, আয়াত : ২৩)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব এবং জান্নাত লাভ

ফেরদৌস

মানুষের স্বভাব-চরিত্র, মেজাজ-মর্জি ও আচরণ বোঝানোর জন্য আরবিতে আখলাক শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য, বিনয়, সততা, সুন্দর আচরণ মানবচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই বলা হয়, তাই উত্তম চরিত্রবানই উত্তম ঈমানদার।

আখলাক তিন প্রকার: ১. আখলাকে হাসানা: কেউ জুলুম করলে সমপরিমাণ বদলা নেওয়া। ২. আখলাকে কারিমা: জুলুম করলে তা মাফ করে দেওয়া। ৩. আখলাকে আমিমা: জালেমের জুলুম মাফ করে দেওয়ার পর তার প্রতি ইহসান বা উপকার করা।

উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য রাগ সংবরণ করে ফেলে, সৎ মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, মানুষের সঙ্গে কটুবাক্য ব্যবহার করে না।

একবার আশাজ ইবনুল ক্বাইস নামে এক গোত্রপতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। রাসুল সা. তাঁর প্রশংসা করে বললেন, আশাজ, তোমার মধ্যে দুটি চরিত্র আছে যা আল্লাহ ভালোবাসেন। প্রথমত, তুমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। দ্বিতীয়ত, তুমি কোনো কিছু করার আগে ভেবে-চিন্তে কাজটি করো।

আশাজ ইবনুল ক্বাইস তখন প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর রাসুল, এই দুটি চরিত্র কি আমি নিজ দক্ষতায় অর্জন করেছি, নাকি আল্লাহ এগুলো আমার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন?

রাসুল সা. বললেন, না, আল্লাহ তোমাকে এগুলো দান করেছেন।

আশাজ বললেন, সব প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাকে দুটি গুণ প্রদান করেছেন যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ভালোবাসেন।

রাসূল সা. বলেছেন, সবচেয়ে বেশি সে-ই জিনিসটির জন্য মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা হলো উত্তম চরিত্র।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আছে যে রাসুল সা. বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বন্টন করেছেন যেভাবে তিনি বন্টন করেছেন তোমাদের রিজিক।

শত্রুর অনিষ্ট থেকে বাঁচতে যে দোয়া করতেন নবীজি সা.

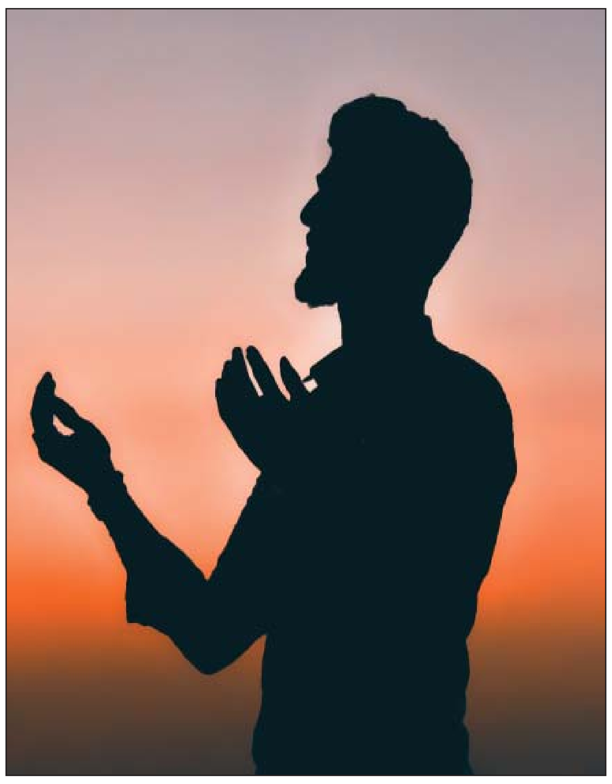

বিশেষ প্রতিবেদন

নবীজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। চাই তো কোনো বিপদে হোক কিংবা শত্রুর মোকাবেলায় হোক। তিনি আল্লাহকেই তাঁর জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। আর সেভাবেই আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন।

হজরত আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো দল সম্পর্কে ভয় করতেন তখন বলতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাঝ্আলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে শত্রুর মোকাবেলায় পেশ করছি, তুমিই তাদের দমন কর। আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছেই আশ্রয় চাই।’ (আবু দাউদ, মিশকাত)

হাদিসের অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন (শত্রুসহ সব কিছুর মোকাবেলায়) বলতেন-

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।

অর্থ : আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।’ (বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়ার সব দুশমন তথা শত্রুর অত্যাচার-নির্যাতন ও যাবতীয় ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে নবিজীর শেখানো দোয়া পড়ার তাওফিক দান করুন।

ফজরের নামাজের বিশেষ ফজিলত

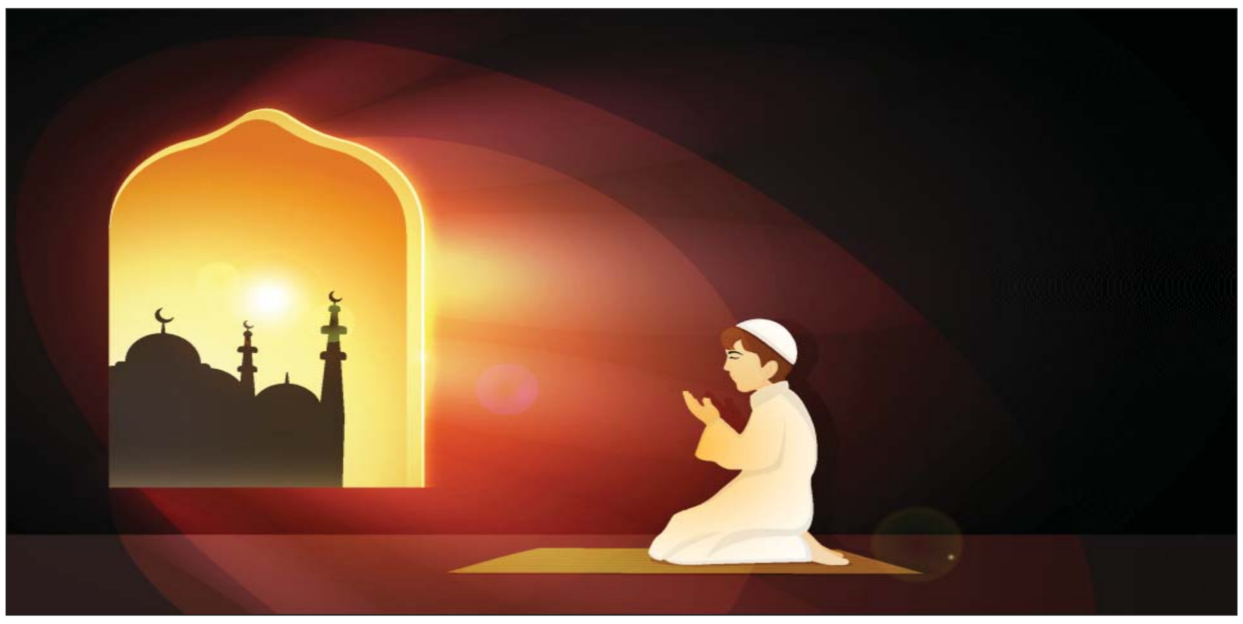

ফয়সাল

ফজরের বিশেষ গুরুত্ব যেমন নামাজের মধ্যে আছে, তেমনি সময়ের মধ্যেও। কোরআনে সূরা ফজরের শুরুতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, শপথ ফজরের। (সূরা ফজর, আয়াত: ১)

ফজরের নামাজ পড়ার কয়েকটি উপকারের কথা জানা যাক,

১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘যে জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।’ (মুসলিম, হাদিস: ১,৩৭৭)

২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।’ (মুসলিম, হাদিস: ১,৫৭৩)

৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘যে ফজরের নামাজ আদায় করল সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো।’ (মুসলিম, হাদিস: ১,৩৭৯)

৪. রাসুলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন, ‘সেই মানুষটি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে। (মুসলিম, হাদিস: ১,৩২২)

৫. রাসুল সা. বলেছেন, ‘মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার চেয়ে বেশি ভারি কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।’ (বুখারি, হাদিস: ৬৫৭)

৬. খলিফা হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-র বরাতে একটি হাদিসটি জানা যায়। রাসুলুল্লাহ সা. নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গণিমতের সম্পদ অর্জন করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সঙ্গে যায়নি এমন একজন বলল, অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে ভালো গণিমত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোনো সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখিনি। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের কথা বলব না, যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গণিমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাজের জামাতে হাজির হয়, (নামাজ শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহতায়ালার জিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গণিমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী। (সুনানে তিরমিজি: ৩,৬৪১)

৭. সাহাবি আনাস (রা.) বলেন যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘রাতের অন্ধকারে মসজিদগুলোতে যাতায়াতকারীদের কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ দাও।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৭৮১)

৮. ফজরের সময় ফেরেশতাদের পালাবদল হয়। আর এ সময় বান্দা যা কিছু করে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে তা পেশ করে। এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সা. বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরে বলেছেন, ‘ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের নামাজে উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। জবাবে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজরত ছিলেন।’ (বুখারি, হাদিস: ৫৫৫)

৯. জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা নবী করিম সা.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ওই চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে।

১০. রাসুল সা. বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পেছনে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। তারপর সে যদি জেগে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়, অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, তারপর নামাজ পড়লে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উত্ফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। না হলে সে সকালে ওঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য নিয়ে।’ (বুখারি, হাদিস: ১১৪২)

আল্লাহ যেমন দান কবুল করেন না

সাখাওয়াত উল্লাহ

পরোপকার, মানবসেবা ও দান-সদকা অতি উত্তম কাজ। কিন্তু তা হতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যথাসম্ভব গোপনে দান করতে হবে। কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তা ভালো।

আর যদি গোপনে দরিদ্রদের দাও, তাহলে তা বেশি ভালো। এমনটি করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেওয়া হবে। তোমরা যা-ই করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ২৭১)

দান হতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দান-খয়রাত কোরো।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ২৭২)

দান হতে হবে নিঃস্বার্থে

দান-সদকায় কোনো স্বার্থ ও বৈষয়িক সুবিধা থাকলে তা দানের মহিমা ক্ষুণ্ন করে। মহান আল্লাহ সত্কর্মশীলদের পরিচয় দিয়ে বলেন : ‘তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে। তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি।

আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো কৃতজ্ঞতাও চাই না। আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ংকর ভীতিপ্রদ দিবসের ভয় করি। সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উত্ফুল্লতা।’ (সূরা : দাহর, আয়াত : ৫-১১)

লোক-দেখানো দান কবুল হয় না

দান শুধু তখন ‘আল্লাহর পথে ব্যয়’ বলে কবুল হবে, যখন দানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা থাকবে না, আত্মপ্রচার ও প্রদর্শনেচ্ছা থাকবে না, খোঁটা দেওয়া ও কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা থাকবে না এবং আত্মপ্রচার করা যাবে না, বরং দানের সময় মন-মগজে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা না থাকলেই ওই দান কবুল হবে আশা করা যায়। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘(আর আল্লাহ সেসব মানুষকে পছন্দ করেন না) যারা লোক-দেখানোর জন্য নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না। আসলে শয়তান যার সাথি হলো, সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট সাথিই গ্রহণ করল।’ (সূরা : নিসা, আয়াত : ৩৮)

লোক-দেখানো কোনো ইবাদত কবুল হয় না

মানুষকে দেখানোর জন্য বা প্রচারের উদ্দেশে কোনো ইবাদত করলে তা কবুল হয় না। এমন লোকদের নিন্দা করে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘ধ্বংস সেসব নামাজির জন্য, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন, যারা দেখানো জন্য তা (সালাত আদায়) করে আর যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া থেকে বিরত থাকে।’ (সূরা : মাউন, আয়াত : ৪-৭)

খ্যাতির মোহ ধ্বংস ডেকে আনে

খ্যাতির মোহ মানুষকে পার্থিব জীবনে বিপদগ্রস্ত এবং পরকালীন জীবনে লাঞ্ছনার মুখোমুখি করে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের জন্য পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সেরূপ পোশাক পরাবেন। অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪০২৯)

প্রশংসা পাওয়ার জন্য দান করলে সওয়াব নেই

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এমন তিনজন ব্যক্তির আলোচনা এসেছে, যারা পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজ করেও পরকালে তাদের প্রাপ্তি ছিল শূন্য। এই তিন ব্যক্তির প্রথমজন খ্যাতির মোহে জিহাদ করে শহীদ হয়েছিল, দ্বিতীয়জন খ্যাতির মোহে জ্ঞানার্জন করেছিল এবং তৃতীয়জন খ্যাতির মোহে দান করেছিল। তাদের আল্লাহ বলবেন, ‘তোমাদের প্রত্যাশা ছিল মানুষের কাছে খ্যাতি আর তোমরা তা পেয়েছ। সুতরাং আজ আমার কাছে তোমাদের প্রাপ্তি শূন্য।’ (নাসায়ি, হাদিস : ৩১৩৭)

মহান আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন।

আতলেতিকোকে বিদায় করে ১১ বছর পর সেমিফাইনালে ডর্টমুন্ড

আপনজন ডেস্ক: বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৪ : ২ আতলেতিকো মাদ্রিদ সিগনাল ইদুনা পার্ক থেকে একটু আগে যে হলুদ উৎসব পুরো ডর্টমুন্ড শহরে ছড়িয়ে পড়েছে, তা আজ রাতভর চলার কথা।

জার্মানির সবচেয়ে আবেগপ্রবণ সমর্থক হিসেবে পরিচিত বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়োলো আর্মি' যেটার নেতৃত্বে। সমর্থকদের এই উদ্‌যাপন আজ বাঁধনহারা হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাদের প্রিয় দল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড যে চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য গল্প লিখেছে। আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠ ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোয় আগের লেগে ২-১ ব্যবধানে হেরে আসা ডর্টমুন্ড আজ নিজেদের ডেরা সিগনাল ইদুনা পার্কে ৭০ মিনিট পর্যন্তও ২-২ সমতায় ছিল।

কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় দলটিকে তখন চোখ রাঙানি দিচ্ছিল। কারণ, সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে হলে শেষ ২০ মিনিটে দরকার আরও ২ গোল।

ম্যাচটাকে অতিরিক্ত সময়ে নিতে হলেও একটি গোল করতেই হতো। এমন স্নায়ুচাপকে সঙ্গী করেই ৭১ মিনিটে ডর্টমুন্ডকে এগিয়ে দিলেন নিকলাস ফুলক্রুগ। মুহূর্তেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া দলটি ৩ মিনিট পরেই পেল আরেক গোল। এবার ত্রাতার ভূমিকায় মার্সেল সাবিৎজার। বাকিটা সময় ব্যবধানটা ধরে রেখে ডর্টমুন্ড ম্যাচ জিতল ৪-২ ব্যবধানে। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ অগ্রগামিতায় আতলেতিকোকে বিদায় করে ১১ বছর পর পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে। সেখানে ডর্টমুন্ডের প্রতিপক্ষ পিএসজি। এর আগে ২০১২-১৩ মৌসুমে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠেছিল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। সে সময় দলটির কোচ ছিলেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। শক্তিশালী রক্ষণভাগের জন্য সুনাম কুড়ানো আতলেতিকো আজ নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বে মাত্র দ্বিতীয়বার ৪ গোল হজম করল। দলটি সর্বশেষ ৪ গোল খেয়েছিল ২০১৪ সালের ফাইনালে, নগর প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কাছে। প্রথম লেগে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় ঘরের মাঠে আজ গোলের বিকল্প ছিল না ডর্টমুন্ডের। তবে আতলেতিকোর রক্ষণভাগকে প্রথম আধঘণ্টা দমিয়ে রাখতে পারেনি স্বাগতিকেরা। ৩৪ মিনিটে এসে ডর্টমুন্ডকে আর আটকে রাখা যায়নি। ম্যাচের নায়ক সাবিৎজারের কাছ থেকে বল পেয়ে জার্মান ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন ইউলিয়ান ব্রান্ড। বিরতিতে যাওয়ার আগেই ব্যবধান ২-০ করে ফেলেন ইয়ান মাটসেন। এবারও গোলের জোগানদাতা সাবিৎজার।

দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ায় বিরতির পর কৌশলে বদল আনেন আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে। আলভারো মোরাতা, নাহুয়েল মলিনা ও সিজার আজপিলিকুয়েতাকে তুলে নিয়ে একসঙ্গে মাঠে নামান তিন বদলি আনহেল কোরেয়া, পাবলো বারিয়োস ও রদ্রিগো রিকেলমিকে। সেটার সুফলও পায় আতলেতিকো। ৬৪ মিনিটে কোরেয়ার গোলেই ২-২ সমতা আনে মাদ্রিদের ক্লাবটি, সেই সঙ্গে দুই লেগে মিলিয়ে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এর আগে আতলেতিকোর কাজটা সহজ করে দেন ম্যাটস হামেলস। ৪৯ মিনিটে জার্মানির এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারের আত্মঘাতী গোলেই ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ পেয়ে যায় সিমিওনের দল। কিন্তু ৭১ মিনিটে ফরোয়ার্ড ফুলক্রুগ গোল করলে সিগনাল ইদুনা পার্কে যেন প্রাণ ফিরে আসে। ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া আর সমষ্টিগতভাবে ৪-৪-এ সমতা আসতেই ডর্টমুন্ড খেলোয়াড়ের শরীরি ভাষাও বদলে যায়। দলটি এরপর আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। ৩ মিনিট পরেই আসে কাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্ত। ফুলক্রুগের পাস থেকে আতলেতিকোর জাল কাঁপান সেই সাবিৎজার, যা চ্যাম্পিয়নস লিগে ২৮ ম্যাচ পর তাঁর প্রথম গোল। অস্ট্রিয়ান এই মিডফিল্ডারের গোলেই স্বপ্নের সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় ডর্টমুন্ড। আর তিনি বনে যান দলের ত্রাতা। এই গোলের আগে সাবিৎজার যে দুটি গোলে বলের জোগান দিয়েছিলেন, তা ২৭ বছর পর ডর্টমুন্ডের কোনো খেলোয়াড়ের নকআউট পর্বে জোড়া অ্যাসিস্টের ঘটনা। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের ফাইনালে দুটি অ্যাসিস্ট করেছিলেন আন্দ্রেয়াস মোলার। ওই ম্যাচে জুভেন্টাসকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ডর্টমুন্ডই। জার্মান ক্লাবটি নিশ্চয় এবার '৯৭ ফেরাতে চাইবে!

বার্সাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বপ্নের কথা বললেন এমবাপ্পে

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনার কাছে হারের পর চাপে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। প্যারিসে ৩-২ গোলে হারা সেই ম্যাচে এমবাপ্পেকে যেন খুঁজেই পাওয়া যায়নি। এরপরও দ্বিতীয় লেগে সবার চোখ ছিল এমবাপ্পের ওপর। এর আগে সর্বশেষ বার্সেলোনায় খেলতে গিয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন এ ফরাসি তারকা। এবারও এমবাপ্পের কাছ থেকে তেমন কিছু দেখার অপেক্ষায় ছিল পিএসজির সমর্থকেরা। ভক্তদের অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিরাশ করেননি এমবাপ্পে। দলের প্রয়োজনে ঠিকই জ্বলে উঠলেন বিশ্বকাপজয়ী এ তারকা। হ্যাটট্রিক না পেলেও পিএসজির প্রত্যাবর্তনের রাতে জোড়া গোল করেছেন এমবাপ্পে। আর দুই লেগ মিলিয়ে পিএসজি পেয়েছে ৬-৪ গোলের দারুণ এক জয়। এ জয়ের পর নিজের উচ্ছ্বাস আড়াল করেননি এমবাপ্পে। পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল জেতার স্বপ্নের কথাও বলেছেন তিনি।

ম্যাচ শেষে পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার স্বপ্নের কথা জানাতে গিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, 'আমি প্যারিসের জন্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার স্বপ্ন দেখি। প্রথম দিন থেকেই আমি ক্লাবের হয়ে খেলতে পেরে গর্বিত। এই ক্লাবের হয়ে খেলার গর্ব এবং দেশের রাজধানীর ক্লাবকে প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি আমার মতো এই এখানে বেড়ে ওঠা কারও জন্য বিশেষ কিছু।' এ মৌসুম শেষে এমবাপ্পের পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার জোর গুঞ্জন আছে। তবে ইউরোপিয়ান মঞ্চ থেকে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে বিদায় নেওয়াটা এমবাপ্পের জন্য বেশ হতাশারই হবে। পিএসজি অধ্যায়টা এভাবে শেষ করতে চান না এমবাপ্পে নিজেও। তাই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেই এমবাপ্পে চোখ রাখছেন ওয়েম্বলির ফাইনালে।

বাটলারের অবিশ্বাস্য সেঞ্চুরিতে ম্লান নারাইন, রাজস্থানের রেকর্ডছোঁয়া জয়

আপনজন ডেস্ক: ১৭তম ওভারের পঞ্চম বলে রভম্যান পাওয়েল যখন আউট হয়ে যান, রাজস্থান রয়্যালসের রান ৭ উইকেটে ১৭৮। জেতার জন্য দরকার ১৯ বলে আরও ৪৬ রান। ক্রিজে ৪২ বলে ৬৭ রান করা জস বাটলার। কিন্তু ওপাশে যে আর স্বীকৃত ব্যাটসম্যান কেউ নেই!

বাটলার জানতেন বাকি কাজটা তাঁকে একাই করতে হবে, করলেনও। রভম্যান পাওয়েলের পর একে একে উইকেটে এসেছেন ট্রেন্ট বোল্ট, আবেশ খান। দুজনের কেউই রানের খাতা খুলতে পারেননি। বরুণ চক্রবর্তীর করা ম্যাচের শেষ বলে ১ রান নিয়ে বাটলার যখন ম্যাচ জেতার আনন্দে মাতলেন, তাঁর নামের পাশে তখন ৬০ বলে ১০৭ রান, ৯টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ৬টি ছক্কা।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের তোলা ৬ উইকেটে ২২৩ রান তাড়া করতে নেমে রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ জিতল ২ উইকেটে।

আইপিএলের ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি রান তাড়া করে জেতেনি আর কোনো দল। কী কাকতাল, ২০২০ সালে এই কলকাতারই ২২৩ রান তাড়া করতে নেমে রাজস্থান জিতেছিল ৪ উইকেটে, করেছিল ৬ উইকেটে ২২৬ রান। আজ নিজেদের সেই রেকর্ডই স্পর্শ করল রাজস্থান।

বাটলারের অবিশ্বাস্য এবং আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ইনিংসে আজ ম্লান হয়ে গেছে কলকাতার হয়ে সুনীল নারাইনের দারুণ এক সেঞ্চুরি। ৫৬ বলে ১৩ চার ও ৬ ছক্কায় ১০৯ রান করেন নারাইন। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০৪তম ম্যাচে এসে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পেলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডার। পরে বল হাতেও ৪ ওভারে ৩০ রান দিয়ে যিনি নিয়েছেন ২ উইকেট। তখন কে জানত, বাটলার তাঁকে ম্লান করে এভাবে সব আলো কেড়ে নেবেন!

পন্টিংয়ের মতে, এবার আইপিএল জেতাবে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং

আপনজন ডেস্ক: এবারের আইপিএল নতুন রেকর্ডের জন্ম দিচ্ছে। শুরুর দিকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ২৭৭ রান তুলে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড গড়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। গত পরশু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে নিজেদের সেই রেকর্ড ভেঙে হায়দরাবাদ তুলেছে ৩ উইকেটে ২৮৭ রান। জবাবে বেঙ্গালুরু করেছে ২৬২ রান।

দুই দলের সম্মিলিত ৫৪৯ রান যেকোনো টি-টোয়েন্টি ম্যাচেই সর্বোচ্চ। ওভারপ্রতি এই মৌসুমেই রান উঠছে সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ বোলারদের নিস্তার নেই।

অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি ও দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিং মনে করেন, এবারের আইপিএল জয়ের মূল চাবিকাঠি হতে পারে এই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং।

এবার আইপিএলে এখন পর্যন্ত ম্যাচ হয়েছে ৩১টি। যেখানে রান উঠেছে ওভারপ্রতি ৯.৪৮ রান করে। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল ২০২৩ সালে, ওভারপ্রতি ৮.৯৯ রান করে। গতকাল রাজস্থান কলকাতার ২২৩ রানও তাড়া করেছে, যা আইপিএলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ রান তাড়া করার রেকর্ড।

আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তিনটি দলীয় স্কোর এসেছে এ বছর, সর্বোচ্চ পাঁচটির মধ্যে অবশ্য চারটিই এ বছর এসেছে। কেন এমন রান উঠছে, সেই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইপিএলের ইমপ্যাক্ট-সাব বা ইমপ্যাক্ট-বদলির নিয়ম ভালোভাবে কাজে লাগানোর ফলেই এমন রানপ্রসবা মৌসুম দেখা যাচ্ছে। গতকাল ম্যাচ-পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে পন্টিংও তেমন কথাই বলেছেন। পন্টিংয়ের দাবি, আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবার শিরোপা এনে দিতে পারে। আর এই কৌশলে ব্যাটসম্যানরা খেলতে পারছেন ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়মের কারণে। পন্টিং বলেছেন, 'দু-একটা বড় সংগ্রহের কারণ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কলকাতা আমাদের বিপক্ষে ২৬০ (২৭২/৭)-এর মতো করেছিল। আমার মনে হয়, দলগুলো যেভাবে ব্যাটিং করছে এর পেছনে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের বড় প্রভাব আছে। গতকাল (পরশু) দেখেছেন কীভাবে ট্রাভিস হেড ব্যাটিং করেছে। পরের ব্যাটসম্যানদের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকলে এভাবে ব্যাটিং করা যায় না।'

পন্টিংয়ের দিল্লি ৬ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র দুটিতে

পন্টিংয়ের দিল্লি ৬ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র দুটিতেবিসিসিআই অধিনায়ক হিসেবে দুবার বিশ্বকাপজয়ী পন্টিং ব্যাখ্যা করেন, 'আইপিএল কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশের মতো টুর্নামেন্টে প্রায়ই সেরা রক্ষণাত্মক বোলিং বিভাগের দলই জিতেছে। তবে এবার নতুন নিয়মে যেভাবে আইপিএল এগোচ্ছে, মনে হচ্ছে যারা বোলারদের ওপর বেশি আক্রমণ করতে চায়, বড় সংগ্রহ তুলতে চায়, তারাই জিতবে। আমার মনে হয়, এবার রক্ষণাত্মক বোলিংয়ের চেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়েই আইপিএল জেতার সম্ভাবনা বেশি।'

আজ রাত আটটায় গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালস। এর আগে পন্টিংয়ের দিল্লি ৬ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র দুটিতে। তারা আছে তালিকার ৯ নম্বরে।

ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপ আয়োজন করতে পারবে না

আপনজন ডেস্ক: দুই দেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রেশ খেলার মাঠে ভালোভাবেই পড়েছে। এজন্য ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে আবার পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারতে খেলতে যেতে পারে না। ২০২৫ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিতে যাবে ভারত, এমন আশ্বাস দেওয়ায় গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে গিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট দল। তবে তার আগে এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে যায়নি ভারত। বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের কিছু ম্যাচ হয় শ্রীলঙ্কায়।

এমন জটিল পরিস্থিতিতে আর পড়তে চায় না এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল(এসিসি)। ভারত-পাকিস্তানের বৈরিতার কারণে ভবিষ্যতে এশিয়া কাপ এই দুই দেশের বাইরের ভেন্যুতে আয়োজনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে। আগামী মাসে চার থেকে আট বছরের জন্য এশিয়া কাপের মিডিয়া স্বত্ব বিক্রিয়ের পরিকল্পনা করতে যাচ্ছে এসিসি।

এখানেই আয়োজক নির্ধারণ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

এসিসি জানিয়েছে, বির্তক এড়াতে ভারত-পাকিস্তানকে রাখা হচ্ছে না স্বাগতিকদের তালিকায়। যার ফলে স্বাগতিকদের তালিকায় থাকছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) যদি বিডে অংশ নেয় তাহলে এশিয়া কাপের আগামী টুর্নামেন্টগুলোর একক আয়োজক হতে পারে।

এর আগে এশিয়া কাপের চারটি আসরের জন্য মিডিয়া রাইটস চুক্তি ছিল প্রায় ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এবার তা আরও বেড়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাটলার খেলাটা শেষ করতে না পারলেই বরং অবাক হতেন স্টোকস

আপনজন ডেস্ক: সেঞ্চুরি তো আইপিএলে কতই হয়! তবে সব সেঞ্চুরির ভার সম্ভবত এক রকম নয়। কিছু সেঞ্চুরি পায় বিশেষ মর্যাদা। এই যেমন ইংল্যান্ডের জশ বাটলার গতকাল রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে যে সেঞ্চুরিটি করলেন—পরিসংখ্যানে তাকালেই ইনিংসটির মাহাত্ম্য বোঝা যায়।

শেষ ৬ ওভারে রাজস্থানের প্রয়োজন ছিল ৯৬ রান, ওভারপ্রতি দরকার ১৬ রান করে, হাতে ৪ উইকেট। বাটলার তখন অপরাজিত ৩৩ বলে ৪২ রানে। সেখান থেকে বাটলার সেঞ্চুরি করেছেন, দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। সেটাও চোট নিয়ে অনেকটাই খুঁড়িয়ে। এমন ইনিংসের পর স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটবিশ্বে চলছে বাটলার-বন্দনা।

বাটলারকে নিয়ে এই বন্দনা অবশ্য মাঠ থেকেই শুরু হয়েছে। শুরু করেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক শাহরুখ খান। নিজে হেরে গিয়েও ম্যাচ শেষে বাটলারকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি।

আর বাটলারের সতীর্থরা? মাঠে তাঁরা বাটলারকে কুর্নিশ তো করছেনই পারলে পা ছুঁয়ে সালাম করেন! পাওয়ার হিটিংয়ের যুগে রান করাটা তুলনামূলক সহজ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে হাতে ৪ উইকেট নিয়ে শেষ ৬ ওভারে ৯৬ রান তোলাটা এখনো অবিশ্বাস্যই লাগার কথা। বাটলার কাল অমন ঝড় শুরু করেন স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে দিয়ে। ১৫তম ওভারে স্পিনার বরুণকে চারটি ৪ মারেন বাটলার। ওই ওভারে আসে ১৭ রান, পরের ওভারেও রান আসে ১৭। আন্দ্রে রাসেলের করা সেই ওভারটিতে বাটলারের পাশাপাশি একটি ছক্কা মারেন রোভম্যান পাওয়েলও। সুনীল নারাইনের পরের ওভারটিতে রান ওঠে ১৬। শেষ ৩ ওভারে বাটলারদের রান দরকার ছিল ৪৬, তখন ১৮তম ওভারে এসে মিচেল স্টার্ক রান দিয়ে যান ১৮। পরের দুই ওভারে ২৮ রানের সমীকরণও মিলয়ে ফেলেন বাটলার। এই পথে পান আইপিএলে নিজের সপ্তম সেঞ্চুরি, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আইপিএলে তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি আছে শুধু বিরাট কোহলির—৮টি। তবে এক জায়গায় কোহলির চেয়ে এগিয়ে বাটলার। বাটলার আইপিএলে সেঞ্চুরি করে কখনো হারেননি, কোহলি হেরেছেন তিনবার।

গতকাল নারাইন, স্টার্কদের কেউ একটি ওভার ভালো করলেও খেলার গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারত, সেটাই বাটলার হতে দেননি। বাটলারের গতকালের ইনিংসের মাহাত্ম্যটাই এখানে।

বাটলারের অমন ইনিংস সবাইকে অবাক করেছে। তবে বাটলারের ইংলিশ সতীর্থ বেন স্টোকস বলেছেন, বাটলার খেলা শেষ করতে না পারলেই তিনি বেশি অবাক হতেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ গতকাল স্টোকস লিখেছেন, 'সত্যি বলতে পাওয়েলের আউটের পর বাটলার যদি খেলা শেষ করে না আসতে পারত, তাহলেই বেশি অবাক হতাম। ও এতটাই ভালো, ম্যাচ পরিস্থিতি বোঝার সামর্থ্য, খেলা থেকে আবেগটাকে দূরে সরিয়ে রাখার সামর্থ্যই ওকে আলাদা করেছে।'

রেফারি সব শেষ করে দিয়েছে, বিদায়ের পর জাভির তোপ

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের ২৮ মিনিট পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ আটে দুই লেগ মিলিয়ে পিএসজির বিপক্ষে বার্সেলোনা তখন এগিয়ে ৪-২ গোলে। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে খেলা জমে উঠলেও ম্যাচটা তখনো ছিল বার্সার নিয়ন্ত্রণেই। কিন্তু এরপরই ছন্দপতন। বক্সের ঠিক বাইরে গোল করার মতো পজিশনে থাকা পিএসজি ফরোয়ার্ড ব্র্যাডলি বারকোলাকে পেছন থেকে ফাউল করেন বার্সার রোনাল্দ আরাউহো। এই ফাউলের পর আরাউহোকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। কিছু সময় ধরে বিতণ্ডার পর শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে হয় বার্সা ডিফেন্ডারকে। রেফারির সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজও। ম্যাচ শেষে এ ঘটনাকেই নিজেদের হারের জন্য দায়ী করেছেন জাভি। ঘরের মাঠে আকস্মিকভাবে ১০ জনে পরিণত হলেও ম্যাচে কিন্তু ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল বার্সা। এরপর দ্রুত একাদশে পরিবর্তনও আনেন কোচ জাভি। লামিনে ইয়ামালকে তুলে নিয়ে নামান ইনিগো মার্তিনেজকে। এরপরও অবশ্য একজন খেলোয়াড় কমে যাওয়ার চাপ থেকে বেরোতে পারেনি কাতালান ক্লাবটি।

৪০ মিনিটে উসমান দেম্বেলের গোলে সমতায় ফেরে পিএসজি। আর বিরতির পর বার্সার মাঠে ২-১ গোলে লিড নেওয়ার পাশাপাশি পিএসজিকে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৪ সমতায় ফেরান ভিতিনিয়া। এরপর এমবাপ্পের জোড়া গোলে পিএসজি ম্যাচ জেতে ৪-১ গোলে (দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৪ গোল ব্যবধান)।

স্প্যানিশ ফুটবলে বর্ণবাদকে 'বিশাল সমস্যা' বললেন বেলিংহাম

আপনজন ডেস্ক: স্প্যানিশ ফুটবলে বর্ণবাদের মতো 'বিশাল সমস্যা'র মোকাবিলায় ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের মতো কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়দের আরও সমর্থন প্রয়োজন বলেই মনে করেন জুড বেলিংহাম। কিছু খেলোয়াড় 'জঘন্য' বর্ণবাদের শিকার হন বলেও জানিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা মিডফিল্ডার। চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ার্টার ফাইনালে ফিরতি লেগে আজ রাতে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে রিয়াল। প্রথম লেগ ৩-৩ গোলে ড্র হয়। ফিরতি লেগ সামনে রেখে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বর্ণবাদ নিয়ে কথা বলেন বেলিংহাম। ইংল্যান্ডের এই তারকা জানিয়েছেন, স্পেনে প্রতিপক্ষের মাঠে বর্ণবাদী আচরণের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি এবং তাঁর রিয়াল সতীর্থরা। কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা নিরসনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে না বলেও মনে করেন বেলিংহাম। লা লিগায় গত শনিবার রিয়াল মায়োর্কার মাঠে রিয়ালের ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হন রিয়ালের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার অঁরেলিয়ে চুয়ামেনি। টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, এক দর্শক ফরাসি তারকার প্রতি বর্ণবাদী ইঙ্গিত করছেন। মায়োর্কা জানিয়েছে, পুলিশের সহায়তায় সেই দর্শককে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। আর বেলিংহামের রিয়াল সতীর্থ ভিনিসিয়ুস তো গত কয়েক মৌসুম ধরেই স্প্যানিশ ফুটবলে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হচ্ছেন। এ নিয়ে তোলপাড়ও কম হয়নি। কিন্তু স্প্যানিশ ফুটবলে বর্ণবাদী আচরণ শিগগির থামার কোনো ইঙ্গিত নেই।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**